www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৭ মাঘ – ১৩ মাঘ, ১৪২৩ ঃ ২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 14, 21 January - 27 January, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্ডেন অ্যান্ড নার্সারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলাদের মন্তেসরী প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তি চলিতেছে।
২১, কে.বি. বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মো : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের অশান্ত কাশ্মীর। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর হাড়

কাঁপানো শীতের মাঝে শ্রীনগরে ফের শুরু হয়েছে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া।

রবিবার : আগামী এপ্রিল থেকে আধার কার্ড না থাকলে আর

১০০ দিনের কাজ করা যাবে না। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রক। এই নির্দেশে বেকায়দায় এ রাজ্য। আধার কার্ড তৈরি নিয়ে নানা টালবাহানা করে এবার ভুগছে পশ্চিমবঙ্গ। কারণ এখনও বহু জব কার্ডধারীর আধার তৈরিই হয় নি।

সোমবার : গঙ্গাস্নানের পূণ্য করতে আসা ৩ তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

হল গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়ায়। অসহ্য অপেক্ষা আর জেটিতে ওঠার ধাক্কাধাক্কিতে পিষ্ট হয়ে বিহারের দুই ও মহারাষ্ট্রের এক মহিলা প্রাণ দিলেন সাগর সঙ্গমের মাটিতে। ক্ষতিপূরণ ঘোষণা হয়েছে প্রথমে কেন্দ্র ও পরে রাজ্যের তরফে।

মঙ্গলবার : কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে দেখা করার

ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে হেনস্থার মুখে পড়তে হল দঙ্গল খ্যাত অভিনেত্রী জাইরা ওয়াসিমকে।

বুধবার : ২০১৪ সালের ৮ মার্চ ২৩৯ জন যাত্রী নিয়ে কুয়ালালামপুর

থেকে বেজিং যাওয়ার পথে হারিয়ে যাওয়া এম এইচ ৩৭০ বিমানের খোঁজ বন্ধ করে দিল মালেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও চিন।

বৃহস্পতিবার : তামিলদের ঐতিহ্যশালী উৎসব জাল্লিকাট্টু বা

ষাঁড়ের দৌড় নিয়ে নিষেধাজ্ঞা দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে চেন্নাইতে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। অনশনে বসতে চলেছেন সেলিব্রিটিরাও। কেন্দ্রের কাছে অর্ডিন্যান্স জারির দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পনির সেলভম। জট আরও বাড়ছে এ নিয়ে।

শুক্রবার : সিবিআইয়ের নয়া প্রধান হলেন দিল্লির পুলিশ কমিশনার

অলোক বর্মা। গুজরাট ক্যাডারের এই অফিসারকে আগেই অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সিবিআইয়ের এই রমরমা বাজারে গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে অলোককে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নেতাজি আবেগ নিয়ে নতুন খেলা

বদলে গেল গাড়ির রঙ

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক ইতিহাস বড় বিচিত্র। দেশের 'অহিংসা' পথে 'স্বাধীনতা' লাভটাই বোধ হয় প্রথম মিথ্যাচারের নমুনা। এর পর বহু নেতা ও নেত্রী চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জেলগমন ও মিথ্যার মুখোশ জনসাধারণের কাছে খুলে গিয়েছে একাধিকবার। ইতিহাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অনেক বর্ণময় রাজনৈতিক চরিত্রকে, মনে রেখেছে তাদের ভন্ডামো, শঠতা আর মিথ্যাচারকে।

নেতাজিকে নিয়ে রাজনৈতিক মিথ্যাচার সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভাবে বিপক্ষ এবং সামাজিক সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি বসু পদবীধারী এবং বৃহত্তর সুভাষ বোস পরিবারে দাবিদার কিছু ব্যক্তি নেতাজি নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুসঙ্গ হিসাবে ধারাবাহিক মিথ্যাচারের নজির সৃষ্টি করে চলেছে। সম্প্রতি নেতাজির মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্রী মাধুরী বসু একটি ওয়েব পোর্টালে লিখেছেন বর্তমান নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর নানা কীর্তি ও কেলেঙ্কারীর খবর। শরৎ বসুর পরিকল্পিত স্বপ্নের নেতাজি ভবন কী ভাবে ধীরে ধীরে শিশির বসুর পরিবার কুক্ষিগত করল এবং বর্তমানে শিশির বসুর স্ত্রী প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসু ও বর্তমান সাংসদ পুত্র সুগত বসু নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে শরৎ বসুর ছেলে মেয়েদের অপমানিত করে নেতাজি ভবন থেকে আলাদা করে দিয়েছেন তার চিত্র উঠে এসেছে।

১৯৬০–৬১ সালে রিসার্চ ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী, রমেশ মজুমদার প্রমুখ নেতাজি ঘনিষ্ঠ ত্যাগব্রতী পন্ডিত লোকজন। ১৯৭০ সাল থেকে হঠাৎ শিশির কুমার মহানিষ্ক্রমণের গল্প এবং ওয়ান্ডারার গাড়ি চালিয়ে তার কাকাকে মধ্যরাতে সতর্ক গোয়েন্দাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যান এবং গাড়ির নাম্বার বদল না করে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ওই গাড়ি রীতি মতো শিশির কুমার সপরিবারে ব্যবহার করার পর নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের গাড়ি বলে ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৬৮ সালের ১৯ এপ্রিল গোপনে ইন্দিরা গান্ধিকে চিঠি লিখে জানতে চান কলকাতা থেকে ইউরোপে সুভাষচন্দ্র কীভাবে গেয়েছিলেন তার তথ্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে নেতাজি নথিগুলি প্রকাশ করেছেন তাতে এই চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। শরৎ বসুর একান্ত সচিব ও কৃষ্ণা বসুর (চৌধুরী) কাকা সাহিত্যিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন সুভাষ চন্দ্রের গৃহত্যাগের ব্যাপারে শরৎ বসু জানতেন না এবং শিশির কুমারের কোনও ভূমিকা ছিল না। ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণের এই মিথ্যার স্মারক এর প্রথম দিকে রঙ ছিল মিশকালো। বহু মানুষ সে গাড়িকে স্পর্শ করত। এরপর ওই গাড়ি সাদা রঙের হয়ে গেল এবং কাঁচের ঘেরাটোপে সংরক্ষিত হল। এবছর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে অধিকাংশ যন্ত্রাংশকে বাদ দিয়ে গাড়ির রঙ নীল করা হল। মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করে কৃষ্ণা বসু, সুগতরা প্রেস, ফটোগ্রাফারদের খবর দিয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন শিশির বসুর গাড়ি চালিয়ে সুভাষকে নিয়ে মহানিষ্ক্রমণের তত্ত্বটিকে। গাড়ির ব্লু বুকটিকেও আধুনিক প্রযুক্তিতে অনেক 'পরিষ্কার' করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে প্রতি রবিবার ওই গাড়ি চড়ানো হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালের ১৫ জানুয়ারি রাত ৮টা নাগাদ ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিলেন বলে প্রথম জানিয়েছিলেন সুভাষ ঘনিষ্ঠ উত্তমচাঁদ মালহোত্রা তাঁর বইতে ১৯৪৬ সালে। কাবুলে ছদ্মবেশে প্রায় ৪৫ দিন উত্তমচাঁদ মালহোত্রার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন রাশিয়া হয়ে জার্মানি যাওয়ার আগে। সেই সময় সুভাষচন্দ্র মহানিষ্ক্রমণের তারিখ ও সময় তাঁকে জানিয়েছিলেন বলে উত্তমচাঁদ মালহোত্রা লিখেছিলেন। শিশির বসুর নাম উল্লেখ কোথাও ছিল না।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রকাশিত ৬৪টি ফাইলে কোথাও মহানিষ্ক্রমণ কিংবা শিশির কুমারের ভূমিকা বা ওই গাড়ির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ ও বাংলাদেশ মহাফেজখানা থেকে সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোথাও শিশির কুমারের নাম, তার গাড়ির নাম্বার ইত্যাদির কোনও সন্ধান নেই। রাজ্য সরকারও মহানিষ্ক্রমণ সম্পর্কিত কোনও ফাইল প্রকাশ করেনি। উল্লেখ্য রাজ্য সরকারের অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শিশির কুমারের সিনেম্যাটিক গপ্প মহানিষ্ক্রমণের বর্ণনা তাঁর পুত্র সুগত বসুর কলমে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হচ্ছে। ইতিহাসের প্রতি এই অবিচার স্রেফ প্রভাবশালী হওয়ার কারণেই কী? রাজ্যের সুশীল সমাজ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল, প্রগতিশীল মহল, ছাত্রমহল কোনও রকমের কলরবধর্মী মিছিল করার মানসিকতা কেন হারিয়ে ফেলেছে? নেতাজি কোনও ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী কিংবা দলের সম্পত্তি নন। তাঁকে নিয়ে অন্যায় বাণিজ্য, অপপ্রচার আগামী ইতিহাস ক্ষমা করবে না এবং ইতিহাসের শিক্ষা এটাই।

আইনজীবীদের মতে ভারতীয় হেরিটেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ঐতিহাসিক সংরক্ষিত কোনও বস্তুর চরিত্র বদল করা যায় না। এমন কি কোনও হেরিটেজ সম্পত্তিকে ব্যবসায়ীক কাজেও লাগানো নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করারই বিধান রয়েছে ভারতীয় আইনে।

ঐতিহাসিক মহানিষ্ক্রমণের এই মিথ্যার স্মারক এর প্রথম দিকে রঙ ছিল মিশকালো

বদলে গেল কি কি

● ইঞ্জিন ● গিয়ার বক্স ● চেসিস ● সাসপেনশন ● বডি স্ট্রাকচার ● হেড লাইট ● ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ● ফ্রন্ট গ্রিল ● ইন্টিরিয়র ডেকরেশন

এ গাড়ি এখন সকলের

মানুষ কি বলছে

আসলে দীর্ঘ দিনের মিথ্যাচারের স্বপক্ষে জবাব দিয়ে রিসার্চ ব্যুরো প্রমাণ করে দিল এ গাড়ি নেতাজির নয়। যদি তা হত তাহলে নিশ্চয়ই এই গাড়িতে অন্য কাউকে বসিয়ে চালাতে দিত না। পারত না গাড়ির রূপ বদলে দিতে। যেমন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের গাড়ি রক্ষিত আছে শুধু দেখার জন্য, ছোঁয়ার জন্য নয়। সারা পৃথিবীতে এভাবেই রক্ষিত হয় মনীষীদের 'হেরিটেজ কার।'

নেতাজি ভার্সাস 'নেতাজি'

পার্থসারথি গুহ

জানুয়ারি মাস পড়লেই এখনও সব দেশভক্তের লোমকূপ খাঁড়া হয়ে ওঠে বীর সেনানী নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা ভেবে। আর মাত্র দুদিন পরেই তো সেই শুভক্ষণ ২৩ জানুয়ারি। যেদিন দেশের আকাশে উদিত হয়েছিলেন এই নয়া সূর্য নেতাজি। এখনও সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে দেশজুড়ে পালিত হয় আপসহীন এই মহান নেতার জন্মদিন। আপামর ভারতবাসী এখনও দেশের নেতা বলতে কুর্নিশ করে সুভাষচন্দ্র বসুকে। দেশের সব প্রান্তেই নানা বয়সের মানুষের মধ্যে জানান দেয় সুভাষের উপস্থিতি। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' সুরধ্বনিতে মুখরিত হয় গোটা ভারতবর্ষ।

এহেন দেশে এতবড় এক মহানায়ক পদার্পণ করেছিলেন পুরো দেশবাসীকে ইংরেজ শাসনের কব্জা থেকে মুক্ত করতে। এ জন্য নিজের মেধা, প্রতিষ্ঠা, শরীর, জীবন সব কিছু দেশের জন্য উৎসর্গ করে এসেছেন সুভাষচন্দ্র বসু যিনি সারা ভারতে দেশবাসীর কাছে নেতাজি বলে আখ্যা পেয়ে আসছেন। অসম্ভব কৃচ্ছসাধনের মধ্যে দিয়ে দেশমুক্তির কাজে নিজেকে নিংড়ে দেন এই এলগিন রোডের বাসিন্দা। স্বাধীনতার পর ৭০ বছর অতিক্রান্ত। দেশবাসীকে শুষে নিতে আবির্ভাব ঘটেছে আরও এক 'নেতাজি'র। এই 'স্বনামধন্য' হলেন দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী তথা উত্তরপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব। একদা জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুগামী হিসেবে কংগ্রেস বিরোধিতার তুলকালাম আবহে বেড়ে ওঠা তাঁর। পরে সাবেকি জনতা পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে মূলত উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠা। আর এই সমাজবাদী পার্টির সর্বাধিনায়ক হিসেবে নানা সময় নানা ভাবে ক্ষমতার মধু চেটেপুটে খাওয়া। এটাই হল 'অধুনা নেতাজি'র দেশভক্তির নমুনা। বফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে যখন সারা ভারত উত্তাল তখন সেইসময়কার সর্বাধিক আলোচিত বিরোধী নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের দুই সহচরের একজন যদি হন লালুপ্রসাদ যাদব, তবে অন্যজন নিশ্চিতভাবে মুলায়ম সিং যাদব। পরবর্তীকালে ভিপি সিং যখন গাড্ডায় পড়েন, তখন এই মুলায়মই গো–বলয় উত্তরপ্রদেশে নিজের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলেন। যাদব তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভোট ও সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটের যোগসাজশে বাজিমাত করতে থাকেন মুলায়ম। বিহারে তখন লালুপ্রসাদ যাদব আওয়াজ তুলেছেন 'ভুরাবাল' (ভূমিহার, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, লালা'র মতো উচ্চবর্ণের মানুষ) হঠাও। এভাবেই কার্যত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের এক বড় অংশের মানুষকে জাতপাতের রাজনীতির সংকীর্ণ পাঁকে আবদ্ধ করে কাজ হাসিল করতে থাকেন লালু–মুলায়ম। যে রাজনীতির ইউএসপি (ইউনিক সেলিং প্রোপোজিশন) হল যেনতেন মূল্যে জাত–পাত, ধর্ম নিয়ে চাগাড় তুলে কুর্সি দখল করা।

বীর সুভাষের জন্মমাসে এই কুটিল 'অধুনা নেতাজি' মুলায়ম সিং যাদবের কথা আলোচনা করাও ধৃষ্টতা। তাও এই লেখনি উঠে আসছে অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বাপ–ছেলের যে লড়াই চলছে তাকে কেন্দ্র করে। বস্তুত নিজের জালেই যেন আজ ধরা পড়েছেন বৃদ্ধ মুলায়ম। এখনও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বৃত্তে কান পাতলে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছেটা নাকি এখনও সলতে পাকাচ্ছে মুলায়মের জরাজীর্ণ কোষগুলির মধ্যে। তালেগোলে যদি একবার দিল্লির গদিতে বসা যেত আর কি। অথচ যে নেতাজি বিশেষণ মুলায়মের নামের আগে চাপানো হচ্ছে সেই সুভাষচন্দ্রের আত্মত্যাগের ছিঁটেফোটাও কি পাওয়া যায় একদা উত্তরপ্রদেশের এই যাদব অধিপতির মধ্যে? মুলায়মের রাজনীতির এবিসিডি–ই হল ক্ষমতা লাভ। তার জন্য জনগণকে 'বলির পাঁঠা' বানাতে কোনও আপত্তি নেই তার। এভাবে বেড়েছে নিজের সম্পত্তি, স্বজনপোষণ ও ক্ষমতা। কখনও কেন্দ্রে আবার কখনও রাজ্য রাজনীতিতে চালকের আসনে বসেছেন তিনি।

নেতাজি সুভাষ সম্মানের সঙ্গে আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস)পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। দেশমাতৃকার সেবায় ব্রিটিশরাজ থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে তুলবেন বলে তিনি ছেড়ে দেন জীবনের সবরকম সুখ–সুবিধা। অথচ প্রায় অশীতিপর হতে চলা মুলায়ম এখনও দলীয় প্রতীক সাইকেলে ওঠার জন্য হাঁকপাঁক করছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ষড়যন্ত্র সরিয়ে চলছে স্থায়ী শান্তির খোঁজ

ভাঙড়

সামিম হোসেন : ১৩ একর জমির উপর বিগত দুই বছর ধরে গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন এর বিদ্যুৎ প্রকল্পকে কেন্দ্র করে ভাঙড়ের জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষার্থে আন্দোলনে নেমেছে গ্রামবাসীরা। অবশ্য সেই বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাব স্টেশন নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ। এমনকি বাইরে টাওয়ার বসানো থেকে তার টানা সবই শেষ। এখন প্রশ্ন উঠছে প্রকল্পের উদ্বোধন এর মুখে কেন গ্রামবাসীরা গণআন্দোলন সংগঠিত করল আর কেনই বা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ভাঙড় এই অগ্নিগর্ভে দুই নিরীহ যুবকের অকালমৃত্যু সহ পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন, এলাকায় মুহুমুহু বোমাবাজি, কাঁদানে গ্যাসের শেল এর আওয়াজ, পুলিশের লাঠিচার্জ। মর্মান্তিক এই ঘটনার কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর শান্তি চাইছে সাধারণ গ্রামবাসীরা। আজ এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, অল্প বিস্তর দোকান খোলা, হাতে থলি নিয়ে বাজারমুখি জনতা। বলা চলে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে ভাঙড়ের শ্যামনগর, মাছিভাঙা, পদ্মপুকুর, খামারআইট, নতুনহাট সহ গাজীপুর। এক গ্রামবাসী সফিকুল ইসলাম বলেন, 'প্রশাসন আশ্বাস মতন কাজ করুক। নিরীহ গ্রামবাসীদের ছেড়ে দিক। আমরাও সমস্ত অবরোধ তুলে নেব। এলাকায় শান্তি আসুক এই কামনা করছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর এই অগ্নিগর্ভের মূলে এক শ্রেণির নকশাল পন্থীরা দায়ী। কেন না কয়েক জন নকশাল নেতা নেত্রী কয়েক মাস এলাকায় থেকে নিরীহ গ্রামবাসীদের সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম এর হিংসাত্মক আন্দোলন এর মন্ত্রে দীক্ষিত করে। দিন রাত গ্রামে থেকে ছোট বড় সভার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। এক গ্রামবাসী বলেন, 'প্রায় সময়ই অলীক দা আমাদের বলতেন, তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পুলিশ গ্রামে ঢুকলে মহিলাদের এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।'

এরপর পাঁচের পাতায়

মৃত্যু, বিক্ষোভ, গ্রেফতার, ১৪৪

শিরোনামে রসপুঞ্জ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জ এলাকায় গত সোমবার এক বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্র ও তার মা মারা যায়। আহত হন বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী। তারপরই এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। মৃত ছাত্র অভিজিৎ সরদার ও তার মা সুলেখা সরদারের পরিবার শোকে পাথর হয়ে যায়। আহতদের কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্রামবাসীরা মূল অভিযুক্ত এসইউভি গাড়ির চালক কাল্লু ওরফে ফিরোজ হোসেন মোল্লাকে গ্রেফতারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। বেশ কয়েকজন পুলিশ আহতও হন। মঙ্গলবার এলাকায় কার্যত বন্ধের চেহারা নেয়। দোকান পাট, বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রসপুঞ্জ ফাঁড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। ফাঁড়িতে বাজেয়াপ্ত অটো, বাইকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ রাতে রসপুঞ্জ এলাকায় তল্লাশি চালায় অগ্নি সংযোগকারীদের ধরার জন্য। গ্রামবাসীরা জানায় পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার সকালেও চলতে থাকে অবরোধ–বিক্ষোভ। রসপুঞ্জ পেট্রল পাম্পের কাছে বাখরাহাট রোড কেটে দেওয়া হয়। ওই দিনই অবশ্য মূল অভিযুক্তকে পুলিশ সরিষা থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে আলিপুর কোর্টে তোলা হলে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তার পুলিশ হেফাজত হয়। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল সামালির পর থেকে রসপুঞ্জ পর্যন্ত বাখরাহাট রোডে ধ্বংসের চিহ্ন পড়ে আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিশুপাচার চক্র

আইনজীবী দম্পতির হদিশ সিআইডি'র

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পশ্চিমবঙ্গে শিশুপাচার চক্রের জাল যে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে তা আজ সর্বজনবিদিত। এমনকি এই চক্র থেকে বাদ পড়েনি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত আদালতের এক আইনজীবী দম্পতিও। রহস্যের জাল ভেদ করতে করতে এই আইনজীবী দম্পতির শিশু পাচার চক্রে যুক্ত থাকার সন্ধান পেল সিআইডি। এ ব্যাপারে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের পর্ব শেষ বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। এই আইনজীবী দম্পতিকে গ্রেফতার করা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে সিআইডি সূত্রের দাবি।

শিশু পাচার চক্রের কারবারিরা তাদের কাগজপত্র কিভাবে করত, সে ব্যাপারে তদন্তে নেমে বারাসত আদালতের এই আইনজীবীর খোঁজ পায় সিআইডি। সূত্রের দাবি, মোটা টাকার বিনিময়ে আইনের ফাঁক দিয়ে প্রভাব খাটিয়ে শিশু পাচারের কাগজপত্র তৈরি করে দিতেন এই দম্পতি। বর্তমানে এই দম্পতি গোয়েন্দাদের গোপন নজরদারিতে রয়েছেন। উত্তর চব্বিশ পরগণা ছাড়াও অন্য জেলার শিশুদের কাগজপত্রও এই আইনজীবী দম্পতি তৈরি করতেন কিনা, এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে চাইছেন তদন্তকারী গোয়েন্দারা। সিআইডি সূত্রের ব্যাখ্যা, প্রথমে আইন মেনে শিশু দত্তক নেওয়ার আবেদন করা হত আদালতে। এরপর আদালতে তা গৃহীত হলে আবেদনপত্রে আদালতের খতিয়ান নম্বর দেওয়া হত। ওই নম্বর নিয়ে এবং মূল কপির প্রতিলিপি আদালত থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়ে যাওয়া হত রেজিস্ট্রি অফিসে। সন্তান দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মী অদক্ষ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবীর তকমার প্রভাব খাটিয়ে দত্তক রেজিস্ট্রি করা হত।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাজেট ও শেয়ার বাজারের নাড়ির যোগ

মোদির পর এবার জেটলির সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দিকে তাকিয়ে ভারত

কালিদাস চক্রবর্তী

বাজেট শব্দটা শুনলেই শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীদের রক্তে কেমন যেন একটা তরঙ্গ খেলে যায়। কারণ কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট ও রেল বাজেটের ওপর অনেকসময়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এবার তো আবার বাজেট মানে একেবারে জোড়াফলা। অর্থাৎ অর্থ বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেটও যে একসঙ্গে পেশ হতে চলেছে এবার। আগেও বারংবার দেখা গিয়েছে বাজেটকে কেন্দ্র করে হয়তো বাজার একটা বড়সড় র‍্যালি দিল। আবার বাজেটের নেতিবাচক প্রভাবে বাজার শুয়ে পড়ার নজিরও কোনও অংশে কম নয়। সর্বোপরি বাজেট সেশনের ভালো–মন্দ সবের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে থাকে শেয়ার বাজার। এবারও যথারীতি তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এবার বাজেটকে কেন্দ্র করে দুধরনের প্রভাব পড়ে বাজারে। প্রথমত বাজেট পেশের আগেই দেখা যায় বাজার হয় একটানা বাড়ছে, নয় পড়ছে। আবার বাজেট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ হওয়ার পরেও অনেকক্ষেত্রে বাজারের ওঠানামা সংগঠিত হয়। মোটের ওপর প্রাক–বাজেট ও বাজেট পরবর্তী দুরকম প্রভাবের দ্বারা বাজারের গতি পরিচালিত হয়। এবার বাজেট পেশ ফেব্রুয়ারির একেবারে গোড়ায়। তার আগেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় বাজারে একটা র‍্যালি এসে গিয়েছে। একে প্রাক বাজেট র‍্যালিও বলছেন অনেকে। অবশ্য অন্য এক শ্রেণির বাজার বিশেষজ্ঞের মতে এখনই এই সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন বাজারের গতিপ্রকৃতি কেমন থাকে তার ওপর।

বাজেটমুখী বাজারের গতিপ্রকৃতি হার মানাতে পারে যে কোনও থ্রিলার ছবির হাড়হিম করা সাসপেন্সকে। এই ইঁদুর দৌড়ে কখন যে কে এগিয়ে যাবে আর কে পিছবে তা নিয়ে চলতে থাকে অবিরাম চর্চা। এই সাপ–লুডো খেলার মুহূর্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত যারা বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের কাছে তো অরুণ জেটলির পেশ করতে যাওয়া বাজেটের পরিমাপই আলাদা। ইতিমধ্যে শুরু হওয়া সপ্তাহে অর্থাৎ সোমবার থেকে জোরকদমে শুরু হয়েছে বাজেট–সপ্তাহ। যার দিকে হা–পিত্যেশ করে তাকিয়ে গোটা দেশ। ভারত এর আগেও একাধিক বাজেট পেশ দেখেছে। কংগ্রেস আমলের বাজেট হোক বা বিজেপির গেরুয়া বাজেট সবের মূল দিশা এখন সংস্কারের দিকে ধাবিত হয়। নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ্বায়ন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসার তালে তালে ধাপে ধাপে সংস্কারের আবহের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে গোটা দেশ। এর নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে গত ১০ বছর ধরে যে ইউপিএ–সরকার দেশ পরিচালনা করেছে তার মূল আর্থিক নীতির কারবারী ছিলেন যাঁরা সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়, মনমোহন সিং, পি. চিদম্বরমরা বরাবর এই সংস্কারমুখী

অর্থনীতি

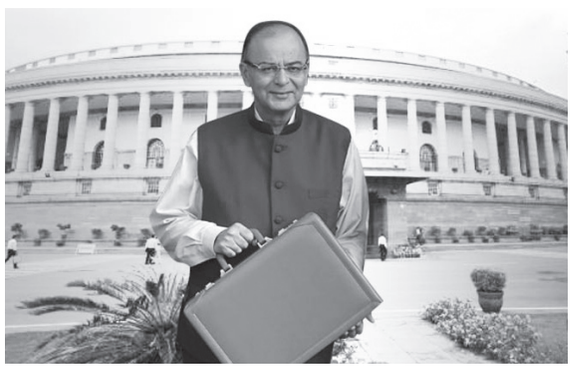

বাজেটে নজর দিয়েছেন। তবে যাদের নাম উল্লেখিত হল তাদের মধ্যে একমাত্র প্রণববাবু তুলনামূলকভাবে একটু সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়ায় অতটা আক্রমণাত্মক হননি তাঁর অর্থমন্ত্রী থাকার সময়ে। কিন্তু মনমোহন–চিদম্বরমরা আর্থিক সংস্কারকে যেভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন তার বালাই করেননি অন্যরা।

বিজেপি যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কারের রথের সারথি হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাশা ছিল এবার বুঝি সংস্কারের চাকা নিজেদের মতো করে ছোটাতে পারবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। কিন্তু প্রথম থেকেই বিরোধীদের ক্রমাগত বাধায় আটকে গিয়েছে অনেক সংস্কারের কাজ। এদের মধ্যে অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এবং তাঁর কট্টর বিরোধী বামেদের। আসলে বিজেপি ভীতি এমন অনেক যুযুধান প্রতিপক্ষকে মিলিয়ে দিয়েছে। বর্তমান অর্থনীতির নিরিখে মাপতে গেলে এই ধরনের বিরোধিতা তো আদৌ বাজারকে সমৃদ্ধ করবে না। তবে এর আবার বিরুদ্ধ মতও বিদ্যমান। এই মতাবলম্বীদের বক্তব্য, বিরোধিতার ব্যাপারটা রাজনীতির স্তরে সীমাবদ্ধ। এখানে বাজারের খুব বেশি প্রভাবিত হওয়ার কারণ নেই। তবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না এই বিরোধিতার বাতাবরণকে। কারণ এদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের একটা বড় অংশ বিদেশি বা এফআইআই। এদের কাছে ভারতের আর্থিক বাজার ইতিমধ্যেই সুনজরে রয়েছে। বিশেষ করে চিনের থেকেও ভারতীয় বাজার অনেকটাই উন্নতির পথে আছে। চিনের বাজারে যদি বামপন্থা পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় উলটো দিকে আবার ভারতে এই সময়ে মোদি–জেটলি যে উদার নীতির কক্ষপথ খুলে দিচ্ছেন তা অনেকটাই সমীচিন। সারা দুনিয়াতে আর্থিক ভাঁটার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রজ্জ্বল্যমান ভারত। বিশ্ব অর্থনীতির বিচারে ভারত যেন এক উজ্জ্বল সূর্য। যে শুধু আলো দেয় না লগ্নিকারীদের সম্পদেও ভরপুর করে দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের বাজেট দারুণ গুরুত্ব পাচ্ছে এদেশে। তাতে করে বলে দেওয়া যায় ভারত যা ভাবে আগামী দিনে তা চিন্তা করবে গোটা বিশ্ব। এই উক্তির মর্মার্থ হল ভারতীয় বাজেটের দিকে সারা দুনিয়ারও সমান নজর রয়েছে। অরুণ জেটলির ঝুলি থেকে কি বের হয় দেখার এখন সেটাই। নোট বাতিলের অব্যবহিত পরে জনমোহিনী বাজেট হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সংস্কারকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয় এবারের বাজেটকে কেন্দ্র করে। আবার কড়া বাজেট বলতে একেবারে তিক্ত স্বাদের তা নয়। বলা যেতে পারে তিতকুটে এবং মিষ্টির মেলবন্ধনে একটা ককটেল বাজেট পেশ হওয়ার সুযোগ থাকছে এবার। তবে বিনিয়োগকারী এবং অবশ্যই বিদেশিদের যাতে মনঃপুত হয় এই বাজেট সেদিকটায় নজর দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রাক বাজেট সংক্রান্ত আলোচনায় তাতে দেখা যাচ্ছে এবার মোদি বর্ণিত মেক ইন ইন্ডিয়া পলিসিকে আলাদাভাবে দেখা হচ্ছে। মোদি সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এখন থেকে আমেরিকার পেন্টাগন বা বিদেশি দেশগুলি থেকে আর অস্ত্র আমদানি করবে না ভারত। বরং বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি এবং ভারতীয় মেধার যুগলে এক নতুন ছবি উঠে আসবে এই বাজেটে। মোদির এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দেশের বিভিন্ন সেক্টরের মাপকাঠি পালটে যাবে। এর ফলে রকেটের গতিতে ধাবিত হবে ভারতের উন্নয়নের গ্রাফ। এর সঙ্গে মোদির ডিজিট্যাল অর্থনীতি বাস্তবায়নের পথে ক্যাশলেস অর্থনীতি গড়ে তোলারও একটা তাগিদ আছে। এই ছবিটা যেমন ইতিবাচক আবার সব কিছুই এত তাড়াতাড়ি ম্যাজিকের মতো বদলে যাবে তা নয়। প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতা বরাবর এই উন্নয়নকে সঙ্কুচিত করে আসছে। যে বিরোধিতার দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে তা সহজে নেভার নয়। শুধুমাত্র অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করানো যাবে না তা ভালো মতো বুঝেছে মোদি সরকার। কারণ এর আগেও বিভিন্ন অধিবেশনে এভাবে সরকারের মুখ পুড়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করে বিল পাস করার বিরোধী। তিনি কপিবুক বা রক্ষণশীল পন্থা মেনে চলে এসেছেন আবহমানকাল। সেই ধারা আশা করছেন বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের থেকেও। মোদি অবশ্য সব দলকে গুরুত্ব দিয়েই নিজেদের সংস্কার সাধনে অগ্রনী হচ্ছেন। তবে পুরনো নোট বাতিল করার সময় বিরোধী দল কেন নিজের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদেরও অন্ধকারে রেখেছিলেন মোদি। তবে এই গোপনীয়তা বজায় না রাখলে কালোবাজারিরা যে তৎপর হয়ে উঠত তা বলাইবাহুল্য। সুতরাং এই দিক থেকে মোদির এই সিদ্ধান্তকে ক্রিকেটীয় পরিভাষায় বলা যায় গুড টাইমিং। এখন টাইমিং ঠিক হলেই তো চলবে না। তবে শুধু টাইমিং সঠিক হলেই হবে না সংস্কারের রথ তখনই অশ্বমেধের অপ্রতিরোধ্য ঘোড়ার মতো ছুটবে যখন এই টাইমিংয়ের সুবাদে কাজের বিচারে একের পর এক বাউন্ডারি–ওভার বাউন্ডারি হাঁকাবে কেন্দ্র।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭

মেষ : মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। নূতন বন্ধু লাভ। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতির যোগ। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনানুসারে কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের সন্দেহ মন থেকে ছুঁড়ে ফেলুন। ক্রোধকে সামলে চলার চেষ্টা করুন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি।

মিথুন : শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। ব্যবসা–বানিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সতর্ক থাকবেন।

কর্কট : দেবগুরুর সহায়তায় আপনি অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

সিংহ : সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজে সফলতা আসবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা হতে পারে। শুভকাজে অর্থব্যয়।

কন্যা : নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তুলা : মনের জোর বৃদ্ধি পাবে। কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। অযথা মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করে কথা বলবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। অনেকে হাটের দুর্বলতায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম পাবেন।

বৃশ্চিক : অতিরিক্ত দায়িত্বমূলক কাজগুলি আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। খুব ধৈর্য ধরে আপনাকে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজের দ্বারা আপনি প্রশংসিত হবেন। শিক্ষায় একটু চেষ্টা করলে ভাল ফল পাবেন। সদ্ গুরু লাভের যোগ রয়েছে।

ধনু : অনেক সমস্যা থাকলেও আপনি সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। চলাফেরায় সাবধান হতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। তেল ঝাল মশলা কম খান। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে শুভ নয়।

মকর : একটু চিন্তা–ভাবনা করে চললে ব্যবসায় লাভ পেতে পারেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। মনের কথা কাউকে না জানানই ভাল। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। শিরঃ পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় এখন হাত দেবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

মীন : সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। অর্থ সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টি করবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। বেকারত্বের অবসান হবে। বয়স্করা বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন।

এয়ারফোর্সে অফিসার

ট্রেনিং দিয়ে গ্রাউন্ড ডিউটি (নন–টেকনিক্যাল) ব্রাঞ্চে কমিশন্ড অফিসার পদে বেশ কিছু তরুণ–তরুণীকে নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়েরগ হবে মেটিওরোলজিক্যাল শাখায় পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে। পুরুষদের ট্রেনিং হবে ২০২/১৮ জি/পিসি/এম (পার্মানেন্ট কমিশন) কোর্সে এবং পুরুষ–মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে ট্রেনিং হবে ২০২/১৮ জি/এস এস/সি/এম অ্যান্ড ডব্লু (শর্ট সার্ভিস কমিশন) কোর্সে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮–র জানুয়ারি মাসে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৫২ সপ্তাহ। এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনওটিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : বিজ্ঞানের যে–কোনও শাখা, ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ওশানোগ্রাফি, মেটিওরোলজি, এগ্রিকালচারাল মেটিওরোলজি, ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, জিওফিজিক্স, এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি। স্নাতকে অঙ্ক ও ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে এবং উভয় বিষয়েই ৫৫ শতাংশ করে নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্ররাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ১৫ নভেম্বর ২০১৭–র মধ্যে সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৯২ থেকে ১–১–১৯৯৮–এর মধ্যে। ২৫ বছরের কমবয়সিদের অবিবাহিত হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি) গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড়া পাবেন। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : প্রার্থীর চশমা থাকলে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/১৮ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–টু মানের হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে কাঁচরাপাড়া, দেরাদুন, মহীশূর, বারাণসী বা গান্ধীনগরে। প্রার্থী বাছাই করবে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ড। দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা হবে। প্রথমদিনেই থাকবে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা। নেওয়া হবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন অ্যান্ড ডিসকাশন টেস্ট। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফলদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। এতে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ৪ দিনের।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯,১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে, মিলিটারি সার্ভিস পে ও বিভিন্ন ভাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.careerairforce.nic.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বরটি যত্ন করে লিখে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনে ৬৬ মালি নিয়োগ

৬৬ জন মালি নেওয়া হবে রাষ্ট্রপতির বাসভবনে। নিয়োগ হবে নিউদিল্লি, হায়দরাবাদ এবং সিমলায় গ্রেড থ্রি পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : A–33011 /6/08–Estt.

শূন্যপদের বিবরণ : মালি–গ্রেড থ্রি : নয়াদিল্লি : ৫৮টি (সাধারণ ৮, তফসিলি উপজাতি ১৩, ওবিসি ৩৭)। হায়দরাবাদ : ৪ টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। সিমলা : ৪টি (তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সঙ্গে এগ্রিকালচার সেক্টর স্কিল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা সমতুল কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত গার্ডেনার ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক–লেভেল ফোর সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সমতুল প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ১ মাস মেয়াদের গার্ডেনিং ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। সঙ্গে সব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় না রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনও নার্সারিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিকে প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা বা স্বামীবিচ্ছিন্না বা আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা প্রার্থীরা ফের বিয়ে না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারবেন।

বেতন : ১৮,০০০–৫৬,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা (১০০ নম্বর) এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, সায়েন্স এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে। লিখিত পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rastra.patisachivalaya.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ জানুয়ারি। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো এবং সই আপলোড করতে হবে। অনলাইন আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১০০ টাকা ইন্টিমেশন চার্জ–সহ মোট ৬৫০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে কেবল ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ ১০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে মাস্টার বা ভিসা বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা আইএমপিএস অথবা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। খাবার জিনিস ২। প্রতারণার আবরণ ৪। মধ্যরাত্রি ৬। '—ভুবন উঠবে জেগে' ৮। সরল–গাছের শুকনো আঠা ১০। বাছুর ১২। উত্তপ্ত করে পরে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে কঠিন করার প্রণালী ১৩। সন্ধান, অন্বেষণ।

উপর–নীচ

১। মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ২। ধোঁয়া ও কুয়াশার মিশ্রণ ৩। রোষদৃষ্টি ৫। তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ৭। দোলায়মান ৯। (আল.) সর্বদা স্মরণীয় বিষয় ১০। গুপ্ত ১১। — পাঠ, সোজা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩

পাশাপাশি : ২। শুক্লা পঞ্চমী ৪। বিলোচন ৬। দেহ ৯। তন্ত্রী ১০। স্তিমিত ১১। টাটকা ১২। হানা ১৩। রক্ত ১৪। ঘর তোলা ১৬। টঙ্কবিজ্ঞান।

উপর–নীচ : ১। দাবি ২। শুন ৩। মীনকেতন ৫। চরিতকার ৭। হস্তিনাপুর ৮। কীটানুকীট ১৪। ঘন ১৫। লাছি।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশন বাওয়ালির উদ্যোগে জাতীয় যুব দিবস পালন করা হয় দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার চিড়িয়াখানা মাঠে। ওই দিন 'পান্থ সখা' নামে একটি দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করেন বাওয়ালি বিবেকানন্দ সংঘের সভাপতি প্রশান্ত কুমার মন্ডল। বাওয়ালি বিবেকানন্দ সংঘের ছোট ছোট ২০০ ছেলে মেয়ে কর্ম–কর্তারা বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে চিড়িয়াখানা মাঠে উপস্থিত হয়। তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায় রায়–চক্রবর্তী পাড়ার অগণিত মানুষ। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক দিলীপ আদক, সুজিত মান্না, বিশ্বনাথ দাস, স্বপন হালদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়ন্ত আদক, সুজিত আদক প্রমুখ। জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বপনকুমার মান্না অনুষ্ঠানের আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্যদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা: যে কোনও জমিতে চাষ করতে গেলে সেই জমির মাটির গুণাগুণ, উর্বরতা, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে মাটির স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই মাটির স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি চুঁচুড়াতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন ও মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, চুঁচুড়া ধান্য গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ সুশান্ত ব্যানার্জী, মৃত্তিকা বিশেষজ্ঞ ডঃ সুব্রত ঘোষাল ও ডঃ পিন্টু সুর প্রমুখ। অনুষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, সারা রাজ্যে প্রায় ৭২ লক্ষ কৃষক পরিবার আছে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এই সকল কৃষক পরিবারের কাছে মাটির এই স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। হুগলি জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এইবছর প্রায় ৩৯,০০০ মাটির স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। ওইদিন জেলার প্রায় ১৮টি ব্লকের প্রত্যেক ব্লক থেকে প্রায় ৫০ জন করে চাষিকে মাটির এই স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। সম্প্রতি চুঁচুড়া কৃষি দপ্তরে মাত্র দেড় মাস সময়ে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে দৈনিক প্রায় ৪০০ রকমের মাটির পরীক্ষা করা যাবে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দুটো শিফটে এই মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে।

জখম ৫ জন

অনুপ বিশ্বাস, বাসন্তী : গত সোমবার রাতে ১০ থেকে ১৪ জন দুষ্কৃতী হঠাৎই আক্রমণ করলে জখম হয় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ইয়াকুব মোল্লা, জামিনা মোল্লা, হয়দার মোল্লা, আয়েব মোল্লা সহ আরও একজন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার কলতলার মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কলতলার মোড়ে একটি চায়ের দোকানে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ইয়াকুব মোল্লা চা খেতে যায়। সেই সময় হঠাৎই দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করে। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হসপিটালে ভর্তি করা হয়। এই বিষয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। তদন্ত চলছে।

নোট পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ সাগরসঙ্গম

টেনেটুনে পাশ করল জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফল বের হল ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন। দেখা গেল নোট বাতিলের কঠিন পরীক্ষাতেও ফুল মার্কস পেয়ে পাশ করে গিয়েছে সাগরসঙ্গম। সব বাধাকে দূরে সরিয়ে পুণ্যস্নানের আকুতি রেকর্ড ভিড়ে পৌঁছে দিল এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে। এখানেই কপিল মুনির জয়জয়াকার। পাশাপাশি এবারের পরীক্ষায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন পাশ করল কোনরকমে টেনেটুনে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ঝাঁ চকচকে মন্দির থেকে উন্মুক্ত শৌচবিহীন সাগরতট। সবই ছিল ভালো পরীক্ষার অনুকূল। শুধু 'ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট'–এর গাফিলতিতে নম্বর কমে গেল মেলা অফিসারের। এমনকি নির্বিঘ্ন সাগর মেলার প্রতীক ক্যাম্প ফায়ারও এবার হল না মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে।

কুম্ভ মেলা নেই। তাই এবারে সাগর মেলায় বেশি পুণ্যার্থী সমাগমের ইঙ্গিত ছিল আগেই। তবুও রোধ করা গেল না মৃত্যু। আগামী মকর সংক্রান্তি পর্যন্ত এই স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে জেলাসহ রাজ্যপ্রশাসনকে।

কি সেই স্মৃতি? শুনুন মৃতাদের আত্মীয়দের মুখে। মৃতা রাধিকা দেবীর ছেলে রীতেশ ঝা ক্ষোভের

সঙ্গে বলেন, 'আমরা সাগরে স্নান সেরে শনিবার মধ্যরাতে কচুবেড়িয়া পৌঁছে যাই। তখন থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার জেটি বদল করা হয়। কিন্তু ভেসেল আর পাচ্ছিলাম না। বাঁশের ব্যারিকেডের মধ্যে আটকে পড়ায় অভুক্তও ছিলাম। খাওয়ার জল পর্যন্ত পাইনি। এভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। তখন ভিড়ের চাপে বাঁশের ড্রপ গেটটি ভেঙে যায়। কিছু মানুষ হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দিতে গিয়ে লাঠিচার্জ করে, তখন চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে যায় আমার মা। হাজার হাজার মানুষ মাড়িয়ে যায়। আমার মাকে। বাঁচানোর চেষ্টা করি, কিন্তু আমার কোলে মারা যায় মা।' বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন রীতেশ। এই প্রথমবার মাকে নিয়ে গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন, মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতেই আসা বলে জানান রীতেশ।

মৃত সাবিত্রী দেবীর ছেলে রাজীবরঞ্জন পাণ্ডে বলেন, 'মাকে নিয়ে প্রথমবার এসেছিলাম। শনিবার রাত ১০টা থেকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে এমনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তারপর ভিড়ে ব্যারিকেড ভাঙায় হুড়োহুড়ি শুরু

হয়। মহিলারা পড়ে যায়। তাঁদেরকে মাড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটতে থাকে। অনেকেই জখম হন। ভারত সেবাশ্রমের ছেলেরা এসে সকলকে উদ্ধার করেন। ততক্ষণে মা মারা গিয়েছেন।

এই আর্তনাদ কি আদৌ প্রশাসনের কানে গিয়ে পৌঁছবে। আগামী দিনে কি বদলাবে পুণ্যার্থীদের যন্ত্রণা।

গোষ্ঠী সংঘর্ষ ফলতা কলেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ফলতা সাধনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন বহিরাগত কলেজে ঢুকেছিল। দু'পক্ষের সঙ্ঘর্ষে ৪ ছাত্র জখম হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দুই গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কলেজের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। কলেজে ফলতা থানার পুলিশ আসে। পুলিশ আসায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত কলেজে ব্যাপক উত্তেজনা ছিল। কলেজের ৪২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী।

কলেজের ৪২টি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল এদিন। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সব আসনে মনোনয়ন জমা দেয়। এদিন দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর ছাত্ররা মনোনয়নপত্র জমা দিতে যায়। কলেজে ঢোকা মাত্র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল লেগে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। ক্রমে সঙ্ঘর্ষের চেহারা নেয়। কেউ কেউ কলেজের পুকুরে গিয়ে পড়ে। জল থেকে তুলেও মারধর করা হয় বলে আক্রান্তরা জানিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর নেতা মহম্মদ আজাহার বলেন, 'কলেজের স্বার্থে আমরা কলেজ বাঁচাও কমিটি করেছি। কিন্তু আমাদের দলের কিছু ছাত্র আমাদের মনোনয়ন জমা দিতে দিল না। গোষ্ঠী সঙ্ঘর্ষ কি জিনিস আজ বুঝতে পারলাম। মনোনয়নপত্র তুলতে গিয়ে আমরা আক্রান্ত হলাম। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।' ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতা জাফর সেখ বলেন, 'কলেজে কোনও গন্ডগোল হয়নি। যারা গন্ডগোলের কথা বলছে, তারা ছাত্রই নয়। কলেজের উন্নয়নের স্বার্থে এবারও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আবার জয়ী হয়েছে।'

হাবড়া উড়ালপুল : চমক কিনা বাসিন্দাদের প্রশ্ন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাবড়া বাজার। হাবড়া শহরের একেবারে বুক চিরে চলে গিয়েছে ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক যশোর রোড। আর এই যশোর রোডের একেবারে সংলগ্ন এই হাবড়া বাজার। ফলে যানজট এই সড়কের নিত্যসঙ্গী। এতে যেমন ব্যহত হয় যান চলাচল, তেমনই আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গে সংযোগ থাকায় পণ্য বোঝাই ট্রাক চলাচলেও সমস্যা হয়। যানজটে পড়ে পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে প্রায়শই। এই যানজট মোকাবিলার জন্য এই সড়কে উড়াল পুল তৈরির দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের। প্রতিবারই রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের আগে উড়ালপুল তৈরির প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট মিটে গেলে সব প্রতিশ্রুতিই চলে যায় ঠান্ডাঘরে। এই ক্ষোভ হাবড়াবাসীর।

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুটা আশার আলো দেখেছিলেন স্থানীয় মানুষ স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দৌলতে। কারণ তার উদ্যোগেই উড়ালপুল তৈরির জন্য সমীক্ষার কাজ হয়। কেন্দ্র–রাজ্য যৌথভাবে এই উড়ালপুল তৈরির খরচ দেবে বলে প্রস্তাবও পাশ হয়। গত বছরে জেলা প্রশাসন উড়ালপুল তৈরির চূড়ান্ত রূপ দিতে হাবড়ার যশোর রোড পরিদর্শনও করে। যে দলে ছিলেন তৎকালীন জেলা শাসক, জেল পুলিশ সুপার, হাবড়ার পুরপ্রধান, হাবড়া থানার আইসি সহ পূর্ত বিভাগের কর্মকর্তারা। কিন্তু কোনও অজ্ঞাতকারণে উড়ালপুল তৈরির কাজ আজও শুরু হয়নি বলে হাবড়াবাসীর অভিযোগ। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, হাবড়ার উড়ালপুল তৈরিতে বড় প্রতিবন্ধকতা, ব্যবসায়ীরা।

মূলত, যশোর রোডের ধারে সরকারি জমি দখল করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছেন বহু দোকানদার। উড়ালপুল করতে গেলে তাদের সরে যাওয়া দরকার। প্রশ্ন হল, তারা যাবেন কোথায়? বাস্তুহারা দোকানদার সমিতির পক্ষ থেকে পরিতোষ ঘোষ জানান, যশোর রোডের দুপাশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে রুটি–রুজি চালাচ্ছেন কয়েকশো ব্যবসায়ী। তাদের সরালে বহু পরিবার সংকটে পড়বে।

এক্ষেত্রে পুনর্বাসন ছাড়া এই ব্যবসায়ীদের সরানো যাবে না। এদিকে হাবড়ার বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও জানিয়েছেন, পুনর্বাসন ছাড়া হকারদের সরানো হবে না। যদিও সরকারি নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে, রাস্তার দুপাশে অবৈধভাবে দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের সরে যেতে হবে। এমতাবস্থায় হাবড়ায় উড়ালপুলের ভাগ্য ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে শুধু হাবড়া নয়, বনগাঁর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেট্রাপোল থেকে কলকাতা পর্যন্ত ৩৫ নম্বর জাতীয় এই যশোর রোডের যান চলাচলে গতি আনতে প্রশাসন ব্যবস্থা করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এ ব্যাপারে কাজও এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। প্রশাসন থেকে ইতিমধ্যে রাস্তা ৪০ ফুট প্রশস্ত করার যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে তা মানতে নারাজ অশোকনগর ও হাবড়ার ব্যবসায়ীরা। এর ফলে হাবড়ার উড়ালপুলের ভাগ্য এখনও তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এদিকে বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে হাবড়ার উড়ালপুল শুধু চমক কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

১০ টাকায় ভুরিভোজ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান : বর্তমান বাজারে ১০ টাকায় পেটপুরে ভাত খাওয়াচ্ছে বর্ধমানের অন্নপূর্ণা ফাউন্ডেশন। এখানকার স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনুদানে চলা এই প্রকল্পটি। বর্ধমানের জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন প্রথম দেখেন পাঞ্জাবের গুরগাঁওতে এই প্রকল্পটি চালু রয়েছে। ফলে বর্ধমানেও তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প চালু করেন। এখানে ১০ টাকার বিনিময়ে ভাত, ডাল, সবজি ও চাটনি নিয়মিত খাওয়ানো হচ্ছে। প্রতিদিন বর্ধমান শহরে পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে কয়েক শত মানুষ জেলা সদর শহরে আনে। কেউ পরিবারের সদস্যকে নিয়ে হাসপাতালে কিংবা নার্সিংহোমে। কেউ আবার কেনা কাটা কিংবা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা। এর বাইরে বর্ধমান শহরের অনেক দোকানদার, রাজমিস্ত্রি, হকার, ফুটপাত ব্যবসায়ী আছেন। তাঁদের অনেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রুটি রুজির টানে শহরে আসেন। মূলত ওইসব দূর–দূরান্তের মানুষের কথা চিন্তা মাথায় রেখে বর্ধমানের জেলাশাসক সৌমিত্রমোহনবাবু ২০১৫ সালের ১ মে থেকে অন্নপূর্ণা ফাউন্ডেশন প্রকল্পটি চালু করেন। প্রায় ১ বছর ৮ মাস ধরে চলছে জেলাশাসকের উদ্যোগে কর্মসূচি এখন সুপারহিট বর্ধমানে। অন্নপূর্ণা ফাউন্ডেশনের সভাপতি জেলাশাসক স্বয়ং। এছাড়া কার্যকরী সহ সভাপতি খোকন দাস জানালেন, বিভিন্ন ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১১ হাজার টাকা অনুদান নিয়ে প্রকল্প শুরু হয়। তারাই একমাত্র সদস্য গ্রহণযোগ্য হয়। যাবতীয় টাকা চেকের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়। এক টাকাও নগদে নেওয়া হয় না। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ফাউন্ডেশনের অ্যাকাউন্ট আছে। সেখানে যাবতীয় টাকা চেকের মাধ্যমে জমা করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার এবং তৃণমূল পরচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান পরিষদের সদস্য খোকনবাবু আরও জানিয়েছেন, বর্ধমান পুরসভার ৩০টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের বাড়িতে কারও জন্মদিন, শ্রাদ্ধ শান্তি, মৃত্যুবার্ষিকী বা বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফাউন্ডেশনে অনুদান দিলে এখানে সেদিন ভাল আইটেমের ব্যবস্থা করা হয়। সেদিন থালিতে মিষ্টি, পায়েস থাকে। তবে অবশ্যই নিরামিশ। এরজন্য পুরসভার লোকেরা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করে সেই ব্যক্তিদের জানিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি মৃত ব্যক্তির ফটো ফুল দিয়ে যাওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙানোর ব্যবস্থা থাকছে। চারমাস ধরে এই সিস্টেমও চালু হয়েছে। বর্ধমানে তিনকোনিয়ায় পুরনো বাস স্ট্যান্ড একটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এখানে রান্নাবান্না হাটবাজার, খাবার পরিবেশন এং ধোয়া মাজা করার জন্য ২০ জনের একটি ক্যাটারিং সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কুপন সংগ্রহ করতে হবে। কম্পিউটারাইজড কুপন ১০ টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত খাবার পরিবেশন করা হয়। তখন কুপন নিয়ে হাজির হতে হয়। চেয়ারে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন ভাত, ডাল, দু ধরনের সবজি ও চাটনি মেনু তালিকায় থাকে। রবিবার বাদ দিয়ে ৬ দিন খাবার পরিবেশন করা হয়। কোনও ন্যাশানাল হলিডেতেও খাবার পাওয়া যাবে। প্রতিদিন মেনু তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। এখানে না লাভ না ক্ষতি ভিত্তিতেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রতিমাসে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে সব সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে, প্রতিদিন গড়ে ৯৫০ জন এখানে খাওয়া–দাওয়া করেন। এছাড়া কার্যকরী কমিটিতে আছেন সম্পাদক সুব্রত মন্ডল, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সহ সম্পাদক রণবীর সিং ভুতুরিয়া, সোহন কুমার প্রমুখ। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

মহানগরে

খবরের কাগজের ঠোঙায় খাবার বিক্রির নিষেধাজ্ঞা

বরুণ মন্ডল

খবরের কাগজের ঠোঙায় কোনও জলীয় কাটা শসা থেকে পেয়ারা বা তৈলাক্ত মশলা মুড়ি

থেকে তেলেভাজা বিক্রির বিরুদ্ধে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর জোরদার অভিযান শুরু করেছে। খাবার বিক্রির বিষয়ে কোনও মতেই খবরের কাগজের ঠোঙা কলকাতা শহরে ব্যবহার করা যাবে না বলে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কলকাতা পুরসংস্থা। খবরের কাগজের ঠোঙায় বিভিন্ন খাবার বিক্রি না করার জন্য শহরের বিক্রেতাদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। শ্রী ঘোষ জানান, খবরের কাগজের ঠোঙা ব্যবহার না করতে বারবার নিষেধ করেছি। ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে, তবুও শহরে খবরের কাগজের ঠোঙার ব্যবহার বন্ধ করা যাচ্ছে না। এরপরেও যদি ঠোঙা ব্যবহার করা হয়, তাহলে বিক্রেতাদের মালপত্র পুরসংস্থা পুলিশকে দিয়ে বাজেয়াপ্ত করবে। এই বিষয়ে অভিযান এখন কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে চালানো হবে।

পুর স্বাস্থ্য দফতর জানাচ্ছে, খবরের কাগজ ছাপার কালিতে সীসা ও কার্বনের মাত্রা বেশি থাকায় এবং কাঁচা থাকায় তা অতি সহজেই জলীয় বা তৈলাক্ত জাতীয় খাবারের গায়ে লেগে যায়। ফলে ওই খাবার খেয়ে শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শহরবাসীদের বিষয়টি জানানোর জন্য এখন জোর প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে।

অতীনবাবু জানান, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগেই সতর্কবার্তা জারি করেছে। খবরের কাগজের ঠোঙায় বিকল্প হিসাবে মেয়র পারিষদ শ্রী ঘোষ, কম কার্বনযুক্ত সাদা কাগজ বা পাতলা বাদামি রঙের কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করতে বলেন। এদিকে, শুধু ঠোঙা বা পাতলা পলিথিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা নয়, খাবারে রাসায়নিক রঙ মেশানোর ক্ষেত্রে কড়া মনোভাব নিয়েছে পুরসংস্থা। এ বিষয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনে পুর অনাদায়ে ১২০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার এসপ্ল্যানেড, চৌরঙ্গী ও বিবাদি বাগসহ কলকাতার কয়েকটি এলাকা ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসংস্থার নির্দেশে সমস্ত ধরণের হোর্ডিং মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে, পুর রাজস্ব ব্যতিরেকে। পুর বিজ্ঞাপন দফতরের বক্তব্য, এর ফলে বিজ্ঞাপন থেকে পুর রাজস্ব আদায়ে কোনও হেরফের হয়নি। এদিকে চলতি অর্থবর্ষের এখনও প্রায় তিন মাস বাকি। ২০১৬–'১৭ অর্থবর্ষের বাজেট ভাষণে মহানাগরিক মহানগরে বিজ্ঞাপন বাবদ ৩৫.৮৯ কোটি টাকা আয় করতে সক্ষম হবে বলে জানান। যা ২০১৫–১৬ অর্থবর্ষের আয়ের থেকে ৮.৬৪ কোটি বেশি। গত ১৮ জানুয়ারি পুর মাসিক অধিবেশনে আইএনসি দলের প্রবীণ দক্ষ পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায়ে এক প্রশ্নের উত্তরে পুর বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ২০১৬–র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিজ্ঞাপন দফতর থেকে প্রাপ্ত পুর অনাদেয় বকেয়ার পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা। এই শহরের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন কোম্পানির কাছে এ টাকা বকেয়া রয়েছে। এই বিপুল অনাদেয় টাকা আদায়ের বিষয়ে প্রকাশবাবু অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে দেবাশিসবাবু অধিবেশনে জানান, অনেকগুলি বিজ্ঞাপন কোম্পানি এই বকেয়া কর ইত্যাদি আদায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করেছে। মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোথাও কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বিজ্ঞাপন বাবদ কর আদায় করা যাচ্ছে না। মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি। 'পাবলিক প্রিন্টার রেগুলেশন (পিপিআর) অ্যাক্ট' অনুযায়ী 'কালেক্টর অফ সাউথ ২৪ পরগনা'র কাছে বিষয়টি রেফার করা হচ্ছে, বিচারাধীন অনাদেয় কর আদায় করার জন্য। বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য ওই কোম্পানিগুলির কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ওই কোম্পানিগুলির কাছে লোক পাঠিয়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অধিবেশনে প্রকাশবাবুর বক্তব্য, চলতি অর্থবর্ষে ১৬০ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে। তারপর যদি চলতি বছর ১২০ কোটি টাকা কেবল বিজ্ঞাপন বাবদ অনাদেয় থেকে যায় তাহলে বছর শেষে সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা পুর কর্তৃপক্ষ একবার ভেবে দেখেছেন কী? দেবাশিসবাবু জানান, চলতি অর্থবর্ষ বিজ্ঞাপন থেকে রেকর্ড পরিমাণ কর আদায় হয়েছে। যা অন্যান্য বছরকে ছাপিয়ে যাবে।

নবরূপায়িত স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার উদ্যোগে ও জাতীয় পুরসংস্থার উদ্যোগে ও জাতীয় পুর স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের সহায়তায় যাদবপুর এলাকার ১২ নম্বর

যাদবপুর

বরোর সাতটি ওয়ার্ডের মধ্যে দু'টি ওয়ার্ডে নবরূপায়িত ও সম্প্রসারিত রূপের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। গত ২০ জানুয়ারি ১২ নম্বর বরোর অন্তর্গত ১০৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেলিনগরে এবং ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের রামলাল বাজারে এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরো অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ ও দুই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তরুণ মন্ডল ও মধুমিতা চক্রবর্তী।

মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বাড়ি থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক গৃহত্যাগের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৫ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতা লেকভিউ রোডে জাতীয় জাগরণ মঞ্চে উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। নতুন প্রজন্মের বহু নেতাজি অনুরাগী ওই সভায় উপস্থিত ছিল। মুখ্য বক্তা আলিপুর বার্তা পত্রিকা সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী চিরাচরিত ভাবে নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ তুলে ধরেন। উত্তম চাঁদ মালহোত্রার ভাষ্য অনুযায়ী মহানিষ্কমণের তারিখ ছিল ১৫ জানুয়ারি। নেতাজির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান নানা কুৎসা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে ড. চৌধুরী সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলেন।

নোট বাতিলের পর অর্থাৎ ৯ নভেম্বর থেকে ব্যাঙ্কে নগদের লেনদেনের তথ্য ব্যাঙ্ক অধিকর্তাদের আয়কর দফতরকে জানাতে হবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। কেউ যদি ২ লক্ষ ৫০ হাজারের ওপরে লেনদেন করে এবং যদি প্যান নম্বর না দেওয়া হয় তাহলে ব্যাঙ্ক অধিকর্তাদের সেই ব্যক্তির সমস্ত তথ্য জানাতে হবে আয়কর দফতরকে। এবং কোনও ব্যক্তির যদি তথ্য না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের অধিকর্তাদের তার নির্ধারিত তথ্য দিতে হবে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে। এই নিয়েই ব্যাঙ্ক অধিকর্তা এবং আয়কর দফতরের কর্তাদের একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল আয়কর ভবনে। উপস্থিত ছিলেন আয়কর দফতরের ডিরেক্টর বিক্রম সহায়,

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২১ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০১৭

বিবাদী সুভাষ চন্দ্র : বাদী ষষ্ঠ জর্জ

সুভাষের শেষ বিচার

গণেশ ঘোষ
(আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক)

পরাধীন ভারতে সুভাষ চন্দ্র বসুর শেষ বিচার ১৯৪০ সালে। বিবাদী দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, বাদী মহামান্য ভারত সম্রাট ইংলন্ডেশ্বর ষষ্ঠ জর্জ। মামলার বিষয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রাজদ্রোহী মূলক বক্তৃতা। মামলা শুরু ১৯৪০। অভিযোগ ভারত রক্ষা আইন–এর ৩৮(৫)–৩৮(১) এ অ্যান্ড সি ধারায় আনীত/কোর্টের নাম ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। বিচারক সেদিনের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট খান সাহেব ওয়লিউল খান ইসলাম। দীর্ঘ ৩০ বৎসর সেই মামলা ঝুলে থাকতে থাকতে আদালতে নিয়মানুযায়ী খারিজ করা হল এই সেদিন ১৯৭১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি।

এই মামলায় বিচারাধীন থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণ। তারপর অভিযুক্তকে না পাওয়া যাওয়ায় আদালতের ভাষায় মামলা ফাইল করা হয়। কিন্তু প্রত্যাহৃত হয় নি। স্বাধীনতার পরও নয়। এইভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে দীর্ঘ ৩১ বছর পর নথিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয় সেই সঙ্গে সুভাষের একটি মূল্যবান চিঠি। সেটি তার রাজনৈতিক ইজারায় যেটি সরকারি মহাফেজখানায় রক্ষিত রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই সময় সুভাষ বসুকে একদিন জেলখানা থেকে ওই আদালতে হাজির করা হয়েছিল। তাঁর নিজের হাতে লেখা একটি চিঠি পেশ করেন। সুভাষ বসু দেশত্যাগের পরও দিন পড়তে থাকে। অবশেষে তাঁকে না পাওয়া যাওয়ার পর আদালত ১৯৪১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর সম্পত্তি এলগিন রোডের বাড়ি, মহাজাতি সদন ক্রোক করার আদেশ জারি করেন। ১০ মার্চ ওই এলাকায় নোটিশ লটকে দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার একদিন নেতাজির বাড়ি নিলামের জন্য পাইক পেয়াদাও পাঠায়। তারা যথারীতি নিলাম ডাকে। কোন ক্রেতা না থাকায় নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কি সেই মামলা :

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সুভাষ কংগ্রেস সভাপতি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। ভারত রক্ষা আইনের কড়াকড়ি। ২৯ মার্চ ১৯৪০ সালে রামগড়ে সুভাষের 'আপশ বিরোধী' সম্মেলন সুভাষ ঘোষণা করলেন কোনও আপশ নয় দর কষাকষি নয়। ভিক্ষায় কোনদিন স্বাধীনতা আসে না। চাই সংগ্রাম। ১৮ জুন ১৯৪০ এ নাগপুরে অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক এর অধিবেশনে শেষ ঘোষণা করলেন এখানেই এবং এই মুহূর্তে ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে। সুভাষ চরম পত্র দিলেন ব্রিটিশ সরকারকে। All power to Indian people। ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় তার বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধগুলি ভারত বিকল্প বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত হওয়ার ইংগিত পাওয়া যায়। লেখাগুলির মধ্যে পচন রোধ কর (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০), সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০), যাত্রা হল শুরু (১০ এপ্রিল ১৯৪০), ভারত জাগো (১১ মে ১৯৪০) ইত্যাদি লেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ্য জনসভায় শেষ বারের মত সুভাষের কণ্ঠে শোনা গেল ''বন্ধুগণ আর হয়তো আমি থাকব না। এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কিছু বলার সুযোগ আর হয়তো শত্রু পক্ষ আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবে চিরকালের জন্য। তাই শেষবারের মতো আজ আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, যে এই সুযোগ আপনারা হারাবেন না। সবাই এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলুন। জয় আমাদের হবেই।

১৯৪০ সালের ৩ জুলাই বাংলাদেশে সিরাজদৌল্লার স্মৃতি পালিত হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় ১৯ জুন প্রকাশ করলেন প্রবন্ধ হলওয়ে মনুমেন্ট। হলওয়ে মনুমেন্ট শুধুমাত্র নবাবের স্মৃতিকে অকারণে কলঙ্কিত করেনি তা বিগত দেড়শ বছর বা তার বেশি দিন ধরে আমাদের দাসত্ব, অবমাননার প্রতীক হয়ে কলকাতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওই স্মৃতিকে এবার বিদায় নিতে হবে।'' ২৯ জুন অ্যালবার্ট হলে বিরাট জনসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন তাঁর আসন্ন পরিকল্পনার কথা। কলকাতার বুক থেকে অন্ধকূপ হত্যার ওই মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মুঝে দিতে যুব সমাজকে আহ্বান করলেন এবং এই অভিযানের পুরোভাগে থাকবেন বলে স্থির করলেন। ঠিক তার আগের দিন ২ জুলাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (এটি তার শেষ সাক্ষাৎ) বাড়ি ফেরার পর বেলা প্রায় ২টা হঠাৎ ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ এসে ভারত রক্ষা বিধির ১২৯ ধারা মতে গ্রেফতার করলেন। নিয়ে এলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সুভাষের জীবনে এই নিয়ে ১১ বার কারাবাস। এবারকার কারাবাস জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চরম সঙ্কট মুহূর্তের কারাবাস। সুভাষ বন্দি প্রেসিডেন্সি জেলে। এখানে তিনি পেয়ে গেলেন বিডির হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, মনীন্দ্র রায় প্রমুখকে। মন্ত্রণা শুরু হল নতুন করে। সুভাষ কারারুদ্ধ হলেন বটে কিন্তু হলওয়ে মনুমেন্ট ভাঙবার আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল। ১৩ জুলাই আব্দুল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে অ্যালবার্ট হলে হিন্দু মুসলমানের প্রতিবাদ সভা সুভাষের মুক্তি চাই। অবশেষে ব্রিটিশ সরকারের সুবুদ্ধি হল মনুমেন্টটি নিজেই অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে বিনা বিচারে যারা আটক ছিলেন তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল কেবলমাত্র নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী এমএলএ এবং সুভাষ বসুকে (১৯৪০–এর আগস্টের মাঝামাঝি তাদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং সুভাষ বসুর সাময়িক আটকের বিধান সম্বলিত ভারত রক্ষা নিয়মাবলী ১২৯ ধারা অনুযায়ী মূল আদেশের স্থলে ভারত রক্ষার নিয়মাবলী ২৬ ধারা অনুযায়ী স্থায়ীভাবে আটক রাখার আদেশ জারি করা হয়।

২৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরব হল দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে সুভাষের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৩৮ ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করা হচ্ছে তার কারণ সুভাষের তিনটি বক্তৃতা বা ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ। ২ জুলাই কারারুদ্ধ করলেও আগস্ট মাসের শেষাশেষি ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর আর একধারা অনুযায়ী বিনা বিচারে ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে অভিযুক্ত করে অভিনব ও অভূতপূর্ব এক অবস্থা সৃষ্টি করে। তথাকথিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে যে মামলা রুজু করা হয়েছে। ২৩/১১/৪০ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দুই বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে জামিনে মুক্তির জন্য আবেদন জানাতে সুভাষের আইনজীবী বরদা পাইন ও সন্তোষ বসুর আবেদন সরকার পক্ষের উকিলের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট মি ওয়ালি উল ইসলাম শর্ত সাপেক্ষে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। যতদিন ভারতসভা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী আটক হুকুম প্রত্যাহৃত না হচ্ছে ততদিন তার আদর্শ নিষ্ফল থাকবে।

২৮ অক্টোবর সুভাষ জেলখানা থাকা কালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন ৫ নভেম্বর। অধিবেশনে যাতে তিনি যোগদান করতে পারেন তার জন্য তিনি জেলখানা থেকে বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ৩০ অক্টোবর আবেদন করেন। বর্মা সরকার একজন দন্ডিত বন্দিকে আইন সভার অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দিলেও বাংলা সরকার সে সুযোগ সুভাষকে দিলেন না যদিও সুভাষ দন্ডিত বন্দি নয়। পরিশেষে এইভাবে আটক রেখে সরকার প্রতিহিংসা মূলক আচরণ করলেন সুভাষের সঙ্গে। সরকারের এই অসংগত অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ কাজের বিরুদ্ধে তাঁকে এখনই মুক্তি না দিলে অবিচার ও অবৈধতার সঙ্গে আপশ করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা তার স্বভাব বিরুদ্ধ বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান। পাশবিক বলের সাহায্যে সরকার তাকে কারারুদ্ধ রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বাংলার গভর্নরকে জানান, ''আমাকে মুক্তি দাও না হলে আমি বেঁচে থাকতে এবং আমি বাঁচব না মরব সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমার আছে।'' শহিদের রক্তেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের দেবালয়।''

২৯ নভেম্বর থেকে তিনি অনশন শুরু করবেন বলে জানালেন।

পুনরায় জানিয়ে দিলেন পূর্বেকার অনশনের মতই তিনি কেবলমাত্র লবণ জল পান করবেন। কিন্তু প্রয়োজনে তাও বন্ধ করে দিতে পারেন। তিনি আরও জানান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বল প্রয়োগ করে তাঁকে খাওয়াবার প্রচেষ্টা করলে তাঁর দেওয়ানী ও ফৌজদারি দায়ে দায়িত্ব থাকবেন।

বাংলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেবের অনুরোধ ২৮ নভেম্বর রাত্রে শরৎ বসু সুভাষের কারাকক্ষে এসে সুভাষের সঙ্গে দেখা করে জানালেন সরকারি বক্তব্য। এবং অনশন স্থগিত রাখতে। সুভাষ একচুল ও টললেন না। পরদিন ২৯ নভেম্বর সকাল থেকে শুরু হল সুভাষের অনশন। খবর শুনে সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আওয়াজ তুলল তাদের সুভাষ প্রাণ দেবে আর সকলে স্থির থাকবে।

৭ দিনেই সরকার হিমশিম খেয়ে গেল। সুভাষের শরীর ভাল নয়। যদি সত্যি না বাঁচে।

এইসব চিন্তা করে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ৫ ডিসেম্বর সুভাষকে শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হল। তার এলগিন রোডের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দী হয়ে থাকায় সরকার জানে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪১ মামলার পরবর্তী দিন। ওই দিনই বিচার ও রায় দান। আবার জেলে বন্দি করার সুযোগ আছে।

১৭ জানুয়ারি ৪১ রাত ২ টোর এলগিন রোডের বাড়ি থেকে মহানিষ্ক্রমণ!

১৬ জুলাই ১৯২১ সুভাষ আইসিএস–এর পাট চুকিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন বম্বেতে। সাক্ষাৎ করলেন গান্ধিজির সঙ্গে। জানালেন আমি আপনার আন্দোলনে আসতে চাই।' গান্ধিজি সুভাষকে দেশবন্ধুর কাছে পাঠালেন।

১৭ নভেম্বর ১৯২১ বম্বেতে ইংলন্ডের যুবরাজ এসে পৌঁছন। সেদিন কংগ্রেসের নির্দেশে ভারতব্যাপী হরতাল। শত শত স্বেচ্ছাসেবক মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাজ করে চলেছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বেআইনি ঘোষণা করে সুভাষ বন্দি হলেন। বিচারে বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাদন্ড। সুভাষ ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন মাত্র ছয়মাস। Have I robbed a fowl. সুভাষ ঢুকলেন কারাগারে সেই প্রথম কারাজীবন শুরু।

১৯২১ সালে ১৬ জুলাই শুরু হয়েছিল রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ১৯৪১ সালে ১৫ জানুয়ারি মহানিষ্ক্রমণ। এই ২০ বছরের জীবনে ১১ বার দেশ বিদেশের কারায় প্রায় ১১ বছর কাটিয়েছেন সুভাষ।

শিল্প ও কর্মসংস্থানের দাবি গ্লোবাল সামিট মঞ্চে

ফের একটা শিল্প সম্মেলন। আর তা নিয়েই কদিন ধরে রীতিমতো ঢাক গুড় গুড় হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। যথারীতি শোনা যাচ্ছে প্রচুর শিল্পের আগমনের কথা। শুক্রবার থেকে মিলনমেলা প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটছেবেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৭–র। এই শিল্প শীর্ষ সম্মেলনের নাম নিয়ে কিন্তু বেশ বিভ্রান্তি থাকছে। কারণ তৃতীয় বছরে পা দেওয়া এই সম্মেলন কখনও আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে বেঙ্গল লিডস বলে। আবার কখনও বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বলে। বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলন বলেও এই শিল্প সম্মেলনকে অভিহিত করা হচ্ছে। মোদ্দা কথা হল রাজ্যে শিল্প আনার স্বয়ংবর সভা চলছে। পোশাকটা পালটে গেলেও তাই কাঠামোটা একই আছে। সত্যি তো নামে কি আসে যায়? আমাদের প্রয়োজন শিল্প। কর্মসংস্থান। সেটা হলেই সব সমস্যা মিটবে। কিন্তু এত ঘটা করে গত কয়েকবছর ধরে যে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে রাজ্যে লগ্নির পরিমাণ কি আদৌ বাড়ছে? প্রকৃত চিত্রটা সে কথা বলছে না। বরং এই জানান দিচ্ছে যে শিল্পমঞ্চে দাঁড়িয়ে বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা অনেক কথা আউড়ালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আসলে কাজের পরিবেশ বা শিল্পের জন্য জমি মিললে তবেই তো শিল্পায়ন বাস্তবায়িত হবে। তাছাড়া এ রাজ্যে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে আরও যেটা প্রতিবন্ধক তা হল সিন্ডিকেট জুলুম। এটা ঠিক তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে শিল্পে খরার এই পরিবেশ তৈরি হয় নি। দীর্ঘ ৩৪ বছর রাজ্য শাসন করে শিল্পের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ করে লাল পতাকা ঝুলিয়ে বহু নজির সে জমানায় রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। কমরেডদের চক্ষুরাঙানির সামনে রাজ্যে শিল্প গড়ে ওঠা ছিল অলীক স্বপ্ন। সে তো ছিল বামেদের দুঃস্বপ্নে ভরা ৩৪ বছর। মনে রাখতে হবে তারপর কিন্তু প্রায় ৬ বছর কাটাতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা–মাটি–মানুষের সরকার। কিন্তু শিল্পে 'অচল আধুলি' হয়ে থাকা রাজ্যে আদতে কী কোনও উন্নতি হয়েছে? নতুন কলকারখানা কি গড়ে উঠেছে? বরং যারা অনেকদিন ধরে রাজ্যে ব্যবসা করছিল তাদেরই চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই রাজত্বে। বাম সরকারের করে যাওয়া ঋণ, তাদের শিল্প বিরোধী মানসিকতা এসব নিয়ে প্রথম এক–দুবছর তৃণমূল সরকার যে অভিযোগ তুলেছে তাকে সর্বাত্মকরূপে সমর্থন করেছেন রাজ্যবাসী। এখন কিন্তু তাঁরা এই 'ভবি'তে ভুলছেন না। তাঁদের দাবি, নতুন শিল্প চাই। প্রচুর চাকরি চাই। আশা করি সরকার এ কথা শুনছেন।

অমৃত কথা

কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল–বল–কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদুরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল, রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে। অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাব থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণবিদ্বেষ গ্রীক জাতির কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন বিদ্বেষ ফ্রান্সের ফ্রান্স বিদ্বেষ ইংলন্ড ও জার্মানির ও ইংলন্ড বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বাজাতির স্বার্থে নিজের অধিকাংশ কার্য কোন মতে চলে না। আত্মরক্ষা পর্যন্তও অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও যেন–তেন–প্রকারেণ উদরপুর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থসিদ্ধি, আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই, ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ফেসবুক বার্তা

নেতাজি সুভাষ : ভারতের পলিটিক্যাল মেগাস্টার

অমিত সঞ্জয়

নেতাজিকে নিয়ে সেই কতকাল আগে থেকে আজ পর্যন্ত কত শত সহস্র প্রবন্ধ–নিবন্ধ–কবিতা–সমালোচনা–রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নানান পত্রপত্রিকায় বা কাগজে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এত অসংখ্য অগণিত লেখা বলে শেষ করা যাবে না। এই অধম লেখকও নেতাজির ওপর তার দুর্বল কলমে ছোট–বড় বহু লেখা লিখেছেন। কিন্তু আজ তাঁর কলম সচল হয়ে উঠেছে নেতাজির নানান গল্পে একটা অভিনব বিশেষণে জুড়ে দিয়ে। এটি বলাবাহুল্য একটি নতুন মাত্রা এবং নতুন ভাবনার লেখা। আজ নেতাজি তাঁর চোখে ভারতের পলিটিক্যাল মেগাস্টার।

কিন্তু সত্যিই কি তিনি মেগাস্টার? ভারতীয় রাজনীতিতেই দেখা যাক, বিশ্লেষণ করে। স্টার–সুপারস্টার–মেগাস্টার—এইসব শব্দগুলো এসেছে একেবারেই সিনেমার জগত থেকে। একথা আমরা প্রায় সকলেই জানি। ফিল্মে গ্ল্যামার আর অভিনয় দক্ষতার চূড়ান্ত যোগফল এবং তার নিরিখে জনপ্রিয়তা বিবেচনা করে কোনও কোনও অভিনেতাকে বলা হয়ে থাকে সুপারস্টার বা মেগাস্টার। চলচ্চিত্রে কে বা কারা এই ভারতে সুপারস্টার বা মেগাস্টার— হয়তো সকলেই জানেন। তাঁদের নাম না বললেও চলবে।

কিন্তু পলিটিক্সে ? মানে রাজনীতিতে?

রাজনীতিতে এভাবে কাউকে স্টার–মার্কড না করলেও রাজনীতিবিদদের মধ্যে তূল্যমূল্য বিচার তো করা যেতেই পারে। অতঃপর সেই মূল্যায়নের নিরিখে যদি কেউ সর্বোচ্চ অংক পান তবে তিনিই সবার উঁচুতে। আমার নিজস্ব বিচারে নেতাজি সেই তিনিই। এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছি নেতাজির পাশে তো নয়ই এমনকি তাঁর ধারে কাছে কেউ নেই। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধিও নয়। স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে আজ পর্যন্ত একশো বছরেরও বেশি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যত রাজনীতিবিদদের নাম ও জীবনী পাওয়া যাবে তাতে কে আছেন নেতাজির ঠিক সমকক্ষ? জনপ্রিয়তায় তার কাছাকাছি?

নেহেরু তো এই প্রসঙ্গে আলোকপাতেই আসেন না, গান্ধিজিরও জনপ্রিয়তা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে একেবারেই গুরুত্ব হারাচ্ছেন। গান্ধি–জয়ন্তী তো এখন একটি সরকারি অনুষ্ঠান এবং সরকারি ছবির দিন মাত্র। আর পুজোর সময় দিনটি আসে বলে মানুষ দিনটিকে অনেক সময় খেয়ালই করে না। আর করলেও উৎসাহ দেখায় না। অথচ ঠিক তার পাশাপাশি, নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি ঠিক তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন সেই অনুষ্ঠানে। নিজেরাই নিজেদের খরচে এবং উদ্যোগে আয়োজন করেন সবকিছু। সর্ব সাধারণের উৎসাহ দেখা যায় তুঙ্গে।

আসলে ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে নেতাজির জীবনের প্রতিটি অধ্যায় ঠিক যেন সোনালি সেলোফেন পেপারে মোড়া। দেখেও এতটুকু খুঁত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কী চেহারায়, কী চরিত্রে, কী লেখাপড়ায়, কী মানুষের সেবার এবং দেশপ্রেমে— এক কথায় কোনও তুলনাই নেই অন্য কারও সাথে। আর সর্বদা বীরত্বের প্রকাশ। ঠিক যেমন স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন যুবকদের কাছে। ঠিক সেইরকম।

মানুষের কাছে তাঁর এত আকর্ষণের মূলত এইসবই কারণ। মানুষের এত ভালাবাসাও এইজন্যেই। দেশবাসীর কাছে তাঁর স্থান ঠিক এভারেস্টের মতো। কে কেমন করে পারবে তাঁকে টপকে যেতে? কার হিম্মত আছে?

স্বাধীনতার আগেই হোক বা পরে কত অসংখ্য রানীতিবিদ এসেছেন , গিয়েছেন— কিন্তু তাঁদের এতটুকু ছোট না করেও বলছি নেতাজি হলেন নেতাজি। ভারতবর্ষের সর্বকালের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব।

কিছুকাল আগে, এই দেশেরই একটি রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে, যিনি প্রধানমন্ত্রী পদেরও অন্যতম দাবিদার ছিলেন, একবার প্রধানমন্ত্রী পদে যেন তেন প্রকারেন বসতেও চেয়েছিলেন, তাঁকে তাঁর দলের ভক্তরা 'নেতাজি' বলা শুরু করেছিল। কাগজে সেই কথা পড়ে হেসে বাঁচি না। কিন্তু তিনি এমন মস্ত আহাম্মক যে, নির্দ্বিধায় সেই নেতাজি ডাক শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসি হাসি মুখে ছবি তুলেছিলেন বিস্তর। পাগল কি আর সাধে বলে? তিনি কি জানতেন না তিনি কে আর নেতাজি কে? তিনি কি সত্যি সত্যিই নেতাজি?

বস্তুত, এইসব মার্কা মারা নেতাদের দেখলে দেশবাসী নেতাজিকে তোর আরও হাজার গুণ বেশি শ্রদ্ধা করবেই। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে এমন সব মহান নেতা অগুনতি!

তবে এসব কথা কোনও কথা নয়। নেতাজি মহান আর চিরস্মরণীয় তাঁর নিজের গুণে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য তাঁর সীমাহীন ত্যাগ এবং আত্মবলিদান এবং সবশেষে তাঁর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁকে আর সকলের থেকে আলাদা একটা আসন করে দিয়েছে। তাঁর অনন্য চরিত্রকে চির উজ্জ্বল করে দিয়েছে। মানুষ যাকে হারায় তাকেই বেশি করে চায়— এ তো আমরা সকলেই জানি। তাঁকে হারিয়ে তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁকে ফিরে পাওয়ার এক দীপ্ত কামনা— দেশবাসীর মনে প্রবলভাবে জেগে উঠেছে। কিন্তু তবু সে বাসনা কারও পূর্ণ হয়নি। তিনি আজও ফিরে আসেননি। আর তাঁর যা বয়স, তাতে এ জীবনে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। স্বভাবতই মানুষ তাঁকে আরও আরও অনেক বেশি করে চাইছে বা চাইবে দিন দিন। যতদিন যাবে। ততই ক্রমশ নেতাজি প্রেম বেড়েই যাবে। জনপ্রিয়তা আকাশ–ছুঁয়ে যাবে। কাজে কাজেই সেই কারণে সিনেমার ভাষা হলেও ভারতের মেগাস্টার রাজনীতক বলে ভুল কিছু করিনি। তিনি সকলের কাছে অমর হয়ে ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

বারাকপুরে নেতাজির অসংখ্য স্মৃতি

মলয় সুর

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল বারাকপুরে। ইতিহাস সমৃদ্ধ এই বারাকপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে নানা স্মৃতি রয়েছে। তিনি জুটমিলের শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে এসে এই মহকুমার মাটিতে তাঁকে গ্রেফতার বরণ করতে হয়েছে। কংগ্রেস ছাড়ার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও এই মহকুমার মাটিতে তিনি নিয়েছিলেন। কখনও আবার কর্মীদের নিয়ে গোপন বৈঠক করেছেন। বারাকপুর মহকুমা জুড়ে তাঁর প্রচুর অনুগামী ছিল। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বারাকপুরের সঙ্গে নেতাজির সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল। সোদপুর স্টেশনের কাছেই গান্ধি আশ্রম। এই আশ্রমে গান্ধিজী বহু দিনরাত্রি যাপন করেছিলেন। কলকাতায় আসলে তিনি এই আশ্রমেই থাকতেন। এই আশ্রমের সঙ্গে নেতাজির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তখন পট্টভি সীতারামাইয়াকে হারিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। তার ঠিক চারদিন আগে গান্ধিজী কলকাতায় আসলেন। নেতাজি নিজে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গান্ধিজীকে নিয়ে সোজা সোদপুর আশ্রমে আসেন। অন্যদিকে, ১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবর বিকাল ৫টায় জগদ্দলের গোলঘরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ির সামনে থেকে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেন। এরপর সেখান থেকে নোয়াপাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বারাকপুরের ইতিহাস গবেষক মাধব ভট্টাচার্য বলেন, নেতাজিকে একদিন সেখানে রাখা হয়। পরের দিন দাদা শরৎচন্দ্র বসু তাঁকে থানা থেকে নিয়ে যান। উত্তর চব্বিশ পরগনায় গারুলিয়ায় নোয়াপাড়া থানা অবস্থিত। এখন সেখানে নেতাজি উদ্যান গড়ে উঠেছে। নেতাজির আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। নেতাজি যে ঘরটিতে ছিলেন পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে সেই ঘরটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি সেখানে নানা অনু

বীরভূম এক্সপ্রেস

মুখ্যসচিব ও মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় তৃণমূলের নোটবাতিলের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। গত ৯ জানুয়ারি পাথরচাপুড়ি দাতাবাবার মাজারে চাদর চড়ান রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরি। পরে রামপুরহাট ও সিউড়িতে নোটবাতিলের প্রতিবাদে তৃণমূলের দুটি পথসভায় অংশ নেন রাজ্যের নগরোয়ন্ন মন্ত্রী। ৮ জানুয়ারি সকালে বক্রেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক, দুবরাজপুর থানার ওসি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একসময় বীরভূম জেলার জেলাশাসক ছিলেন বর্তমান রাজ্যের মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল এক বিচারাধীন বন্দি। প্রশ্নের মুখে বীরভূম জেলার সিউড়ি সংশোধনাগারের বন্দি নিরাপত্তা। ১১ জানুয়ারির সিউড়ি সংশোধনাগারের ঘটনা। মৃতের নাম প্রশান্ত বড়াল। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে। বধূ নির্যাতনের অভিযোগে জেলে ছিল প্রশান্ত। গত ৯ জানুয়ারি প্রশান্তকে সিউড়ি সংশোধনাগারে আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার জন্য রাজ্যের কারামন্ত্রী ডিজি (কারা) –র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন। বন্দি মৃত্যুর ঘটনায় ১২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সিউড়ি সংশোধনাগারে আসেন ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ বিপ্লব দাস।

‘সোনাদা’ র প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ জানুয়ারি সকাল ৮টা ৪০মিনিটে কলকাতায় প্রয়াত হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভার সদস্য তথা সিউড়ির চারবারের কংগ্রেস বিধায়ক সুনীতি চট্টরাজ। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। যিনি ‘সোনাদা’ নামেই পরিচিত ছিলেন। এই খবর বীরভূম জেলায় আসতেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা জেলা। বারবার বীরভূম জেলার নাম রাজ্যের দরবারে তুলে ধরেছেন সুনীতি চট্টরাজ। ১৯৭২ সালে এসইউসিআই নেত্রী প্রতিভা মুখার্জীকে হারিয়ে সিউড়ির কংগ্রেস বিধায়ক হন। ১৯৭৭, ১৯৮২ ও ১৯৯৬ সালে বিধায়ক নির্বাচিত হন। বহু বেকারের কর্মসংস্থান করে দিয়েছিলেন সুনীতি চট্টরাজ। ছেলে ভাস্কর আমেরিকা ও মেয়ে ইন্দিরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। স্ত্রী ২০১১ সালে মারা যান। ছেলে ভাস্কর দেশে আসার পর সুনীতি চট্টরাজের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের সামনে ৬০নং জাতীয় সড়কে ট্রাফিক পুলিশের দাবিতে অবরোধে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হল বীরভূমে। গত ৬ জানুয়ারি সিউড়ি এলসি মোড়ে ৬০নং জাতীয় সড়কে দুপুর বারোটা নাগাদ ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়ে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই সিউড়ি রামকৃষ্ণ শিল্পবিদ্যাপীঠের কয়েকশো পড়ুয়া গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক পুলিশের দাবিতে ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর আগে সিউড়ি এলসি মোড়ে ৬০নং জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় ছাত্রসহ প্রাণ হারিয়েছে কয়েকজন। সিউড়ি এলসি মোড়ে নেমে যেতে হয় রামকৃষ্ণ শিল্পবিদ্যাপীঠ, সরকারি আইটিআই কলেজ, সিউড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তিলপাড়া পঞ্চায়েত অফিস।

হেলমেট পরে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ জানুয়ারি হেলমেট পরে অভিনব প্রতিবাদ দেখাল কংগ্রেস। সিউড়ি প্রশাসনিক ভবনে নোট বাতিলের প্রতিবাদে এই অভিনব প্রতিবাদ। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার একমাত্র কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদ, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, সৈয়দ কাপাসজোদ্দা, দুবরাজপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুণ চক্রবর্তী প্রমুখরা। মুখ্যমন্ত্রীর ‘সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’–এর অনুকরণে ‘সেভ লাইভ, সেভ পলিটিক্স’।

পিচ ট্যাঙ্কারে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় তৈরি রাস্তার ব্যবহৃত পিচ ট্যাঙ্কার থেকে আগুন লেগে বিশাল অগ্নিকান্ড ঘটে গেল বীরভূম জেলার জোপলাই গ্রামে। গত ৬ জানুয়ারি দুপুরের ঘটনা। জয়দেব থেকে দুবরাজপুর পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ পিচ ট্যাঙ্কার থেকে আগুন লেগে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে পাশের পুকুরে। আগুনে পুড়ে যায় ‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পের কয়েকটি সাইকেল। এইরকম আগুন আগে কখনও দেখেনি দাবি গ্রামবাসীদের। পুলিশ ও দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাড়ি ফেরা হল না

নিজস্ব প্রতিনিধি : খল্লিলপুর থেকে মেলা থেকে ফেরার পথে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা গেল দুজন। জখম চারজন রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। দুই বন্ধু সাইকেলে ও বাকি চারজন পায়ে হেঁটে মেলা দেখে একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। রাত্রি একটা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম আব্দুল রহমান ও শেখ সাবির। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অন্যদিকে, ৬ জানুয়ারি ঘন কুয়াশায় ভোরে চন্দ্রভাগা ব্রিজে সিউড়িমুখী ছাইবোঝাই ডাম্পারের সাথে দশ চাকার লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। লরি উল্টে পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে। জখম চালক সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি। দুর্ঘটনার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চাতরা গণেশলাল উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে লরির ধাক্কায় প্রাণ হারাল সাগর হিমলি ও হেপাহস নামে দুই ছাত্র। অজয় নদের উপর লরির ধাক্কায় প্রাণ হারাল মিনতি ঘোষ নামে এক গৃহবধূ। মৃতের বাড়ি খয়রাশোলের মামুদপুর গ্রামে।

বিধায়কের জিনিসপত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোরসমেত উদ্ধার হল বিধায়কের চুরি যাওয়া জিনিসপত্র। চোর শেখ মুমতাজ হাওড়ার তেতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। আপ গৌড় এক্সপ্রেসে মালদহ যাচ্ছিলেন চাঁচল ও রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের দুই কংগ্রেস বিধায়ক। চাঁচলের বিধায়কের মোবাইল ও ট্যাব চুরি করে নেমে পড়ে। মালদহ স্টেশনে জিআরপিএফের কাছে চুরির অভিযোগ দায়ের করেন দুই বিধায়ক। সাইথিয়া জিআরপিএফ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে মুমতাজকে। মুর্শিদাবাদ জেলার সৃজনীপাড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার হয় বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের চুরি যাওয়া বিফ্রকেস। এরপর জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ষড়যন্ত্র সরিয়ে চলছে স্থায়ী শান্তির খোঁজ

প্রথম পাতার পর

পুলিশের নাকের ডগায় কয়েক মাস আগে থেকে নকশালরা এসে গ্রাম জুড়ে বসেছে। প্রতিমুহূর্তে গ্রামবাসীদের সংগ্রামী ও হিংসাত্মক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। কলকাতার উপকণ্ঠে নকশালদের এহেন কার্যকালাপ সত্যি কি জানত না পুলিশ? অবশ্য পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা বিষয়টির উপর কড়া নজর ছিল প্রশাসনের। কিন্তু তলেতলে গ্রামবাসীদের খেদিয়ে তুলে ভাঙড়কে অগ্নিগর্ভ করে তুলবে এটা কখনই ভাবতে পারেনি প্রশাসন।

এখন প্রশ্ন হল এই আন্দোলনের পিছনে যে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সেই টাকা

কারা খরচ করেছিল? সে প্রশ্নে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসনের। সুত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই আন্দোলনের পিছনে মোটা টাকা ব্যয় করে জমি মাফিয়ারা। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, এই এলাকা রাজারহাট – নিউটাউন লাগোয়া হওয়াতে জমির দাম আকাশ ছোঁয়া। তার উপর একাধিক বেসরকারি আবাসন কোম্পানি কয়েক হাজার বিঘা জমি কিনেছে ওই সমস্ত এলাকায়। বিশেষত বৈদিক ভিলেজ, তপোবন, শান্তিবন। এছাড়া ছোট বড় একাধিক কোম্পানি। জমির উপর দিয়ে হাই টেনশন তার গেলে এলাকায় বহুতল আবাসন হবে না। তার ফলে জমির মূল্য কমে যাবে। অবশ্য রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি ঘোষণা করেছে ভাঙড়ে কোনও জমির চরিত্র পরিবর্তন হবে না। এতে মাথায় হাত পড়েছে জমি মাফিয়াদের।

মৃত্যু, বিক্ষোভ, গ্রেফতার, ১৪৪

প্রথম পাতার পর

রসপুঞ্জ প্রাণকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়, জ্ঞানদাময়ী গার্লস হাইস্কুল, রসপুঞ্জ জুনিয়র বেসিক স্কুলে কোনও ছাত্রছাত্রী আসেনি। শিক্ষক–শিক্ষিকারা জানালেন, ছাত্রছাত্রীরা ভয়ে কেউ আসছে না। তারা আরও জানালেন, ধৃত কাল্লু ও তার চার–পাঁচজন সঙ্গী প্রায়ই বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রীদের নানা ভাবে উত্যক্ত করত। পুলিশে বারবার অভিযোগ করেও কোনও ফল হয়নি। বিদ্যালয়ের সামনে মাঝে মধ্যে সিভিক পুলিশ থাকলেও নিয়মিত থাকে না। এলাকার মানুষরা জানালেন, আমরা চাই নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিক সরকার। আর দোষীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। নিয়মিত বিদ্যালয়ের সামনে পুলিশি নজরদারি থাকুক। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে বিষ্ণুপুর থানার আইসি দেবাশিস চট্টরাজ মাইকে জানিয়ে দেন মহকুমা শাসকের নির্দেশে আগামী এক মাস রসপুঞ্জ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকবে।

ওইদিন নবান্ন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় নিহত পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মন্ডল জানালেন, যা ঘটেছে খুবই দুঃখজনক। তবে এই যে অশান্তি তান্ডব চলল এর পিছনে সিপিএম ও বিজেপির ষড়যন্ত্র আছে। রসপুঞ্জ এলাকার তৃণমূল নেতা সুকুমার ঘোষ জানালেন, কলকাতার মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও এলাকার বিধায়ক দিলীপ মন্ডলের তৎপরতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত ছাত্র অভিজিৎ সরদার ও তার মা সুলেখা সরদারের জন্য তাদের পরিবারের হাতে ২লক্ষ টাকা করে ৪ লক্ষ টাকার চেক দিয়েছেন।

যে দুজন জখম ছাত্রী বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি ছিল, তাদের সরকারি উদ্যোগে পিজিতে ভর্তি করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চিকিৎসা চলছে। আমরা তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার কিছু সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতী তান্ডব চালাতে থাকে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এলাকায় ধীরে ধীরে শান্তি ফিরছে। বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হচ্ছিল। অনুগ্রহ করে গুজবে কান দেবেন না।

মানবিক মুখ

সুভাষ চন্দ্র দাশ: গত মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধ আইউব আলি লস্কর (৬৫)। ক্যানিং স্টেট ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুলে বেরিয়ে আসছিলেন নিজের ওষুধ কেনার জন্য। হঠাৎ একটি ভ্যান তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। প্রায় অনেকক্ষণ বৃদ্ধ আইউব আলি পড়ে থাকেন রাস্তায়। কৌতূহলবশতঃ অনেকেই দেখে চলে যান। এমনই দৃশ্য দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি ক্যানিং কান্দি কলোনির যুবক অসিত বিশ্বাস, তিনি সাথে সাথে বৃদ্ধকে কোলে তুলে মাথায় মুখে জল দেন এবং নিজে ওষুধ কিনে বৃদ্ধের হাঁটুর আঘাতের ব্যান্ডেজ করে দেন এবং খাওয়ার ওষুধও কিনে দেন।

কিছু পরে বৃদ্ধ সুস্থ হলে অসিত বিশ্বাস তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে তিনি রাজি হন নি। পরে অবশ্য অসিত বিশ্বাস তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পথযাত্রী চাঁদমোহন সরদার বলেন— ‘‘আগামী দিনে অসিতের মতো যুবকরা যদি এমনভাবে সমাজের কাজে এগিয়ে আসেন তাতে সমাজের মঙ্গল হবে। অসিত দেখিয়ে দিল ‘‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’’। যুবকটি না এগিয়ে আসলে বৃদ্ধ হয়তো মারা যেতে পারতেন। অসিত বিশ্বাসের এমন মানবিক কাজ সত্যি প্রশংসনীয়।’’

বজবজ–২ ব্লকে শুরু হল কৃষি মেলা

কুনাল মালিক : গত ১৯ জানুয়ারি বজবজ–২ নম্বর ব্লকের আর্যপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হল কৃষি, মৎস্য, উদ্যান পালন, কৃষি বিপনন, সমবায় ও প্রাণীসম্পদ মেলা। মেলার উদ্বোধন করেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনালী গুহ সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও জ্যোতি প্রকাশ হালদার, ব্লকের সহকৃষি অধিকর্তা শান্তনু পাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের স্বার্থে নানা জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কৃষি মেলায় বিভিন্ন সহযোগী দফতরের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান হয়। সোনালী গুহ বলেন, শীঘ্রই বজবজ–২ ব্লকে একটি কিষাণ মান্ডি তৈরি করা হবে। এলাকায় কৃষি বিপণন দফতর থেকে

দুটি রাস্তা তৈরির অনুমোদন হয়েছে। মেলা চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন থাকছে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। ধন্যবাদ জানান নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তড়িৎ মন্ডল।

যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান

অভীক মিত্র : সিউড়ি – পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের আলোচনাচক্রে যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান হলো গত ৮ই জানুয়ারি রবিবার দুপুর একটায় বীরভূম জেলার সিউড়ি রামকৃষ্ণ প্রেক্ষাগৃহে। সহযোগিতায় সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্র। ঐক্য, সম্প্রীতি যুক্তি ও প্রগতির লক্ষ্যে স্বাধীনতার ৭০তম বছরে অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে এবং সকলের জন্য উন্নয়নের দাবিতে সামনে রেখে বছরভর নানা কর্মসূচি নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। নগরী বিজ্ঞানসভার ছাত্রীরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে। কাজি প্রমীতা প্রবীর কবিতা পাঠ করে। আলোচনাচক্রের প্রস্তাবনা পাশ করেন জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ প্রামানিক। আলোচনাচক্রের প্রস্তাবনার উপর আলোচনা করেন মায়া দত্তসাধু, সন্তোষ চ্যাটার্জী, মধুসূদন মন্ডল। মূল বক্তা হিসাবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন রাজ্যের সহসম্পাদক ড. অরুণাভ মিশ্র। জেলা সহসম্পাদক দেবাশিস পাল বলেন, ‘বিঞ্জানমঞ্চ ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা করবে যা কেন্দ্র থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত হবে ’। ‘আলোচনাচক্রের পর শুরু হয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণের চেষ্টা চালাবো’ বলে জানান সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক শুভাশিস গড়াই। শেষে সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের কুসংস্কারবিরোধী টিম যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। জেলা সভাপতি মরিউদ্দিন চৌধুরী সমাপ্তি ভাষণ দেন। ‘সিউড়িতে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারি জেলাস্তরের প্রতিযোগিতা হবে’, বলে জানান শুভাশিসবাবু। মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক শুভাশিস গড়াই। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা ৫০ বছরের ‘আলিপুর বার্তা’ র বার্ষিক গ্রাহক শুভাশিসবাবু নিজেই।

চেতলা আসরের নেতাজি দিবস

আগামী ২৩ জানুয়ারি সকাল ৯:৩০ টায় শিশু সংগঠনের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উৎসবের সমাপ্তি লগ্নে ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২১তম জন্ম দিবস উদযাপিত হবে। উৎসবের অঙ্গ রূপে একটি বর্ণাঢ্য সভাযাত্রা অঞ্চল পরিক্রমা করবে। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার ও বর্তমান জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষক কুন্তলা ঘোষদস্তিদার। চেতলার বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। প্রতি বছর এই দিন চেতলা আসর নেতাজি দিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে। সব পেয়েছি আসরের শাখা সংগঠন চেতলা আসর এজন্য চেতলায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ইলামবাজারে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় শিশুসহ মৃত পাঁচ, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইলামবাজার: বীরভূম জেলার ইলামবাজারে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মারা গেল ১১ মাসের এক শিশুকন্যা সহ পাঁচজন। জখম হয়ে সাতজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল, দূর্গাপুর মিশন হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি । পথ দুর্ঘটনার জেরে দীঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানাগড় – দুবরাজপুর ১৪ নং জাতীয় সড়ক। স্থানীয়সূত্রের খবর, বোলপুর – লাঙলহাটা রুটের ‘মা লক্ষ্মী’ নামের বাসটি ‘জয়দেব মেলা’ থেকে অতিদ্রুত গতিতে বোলপুর ফিরছিলো। ১৪ই জানুয়ারি শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ পানাগড় – দুবরাজপুর ১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ডের তেমাথা মোড়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ভ্যানো, দুইটি গাড়ি, মোটরসাইকেল, ইলেকট্রিক পোলে ধাক্কা মারার পর ডানদিকে ঘুরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ঢুকে তিনটি মারুতিকে ধাক্কা মেরে থেমে যায় বাসটি। কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীদের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে চারজনের মৃত্যু হয়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় ১১ মাসের মেঘা দাস । মৃতদের নাম বাসন্তী দাস (৪৭ বছর), ইতু দাস, তৃপ্তি দাস, শেখ নাইমুল (২৫ বছর)।

বাসন্তী, ইতু, তৃপ্তি ও মেঘা একই পরিবারের সদস্য। মৃতদের বাড়ি ইলামবাজারের ভগবতীবাজার গ্রামে । মৃত বাসন্তী দাস পূত্রবধূ, নাতনি নিয়ে জয়দেবে মকরস্নান করতে আসার জন্য ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ডের কাছে রাস্তা পারাপার করছিল। গুরুতর জখম হয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ার সহ সাতজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল, দুর্গাপুর মিশন হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার কথা শুনে হাসপাতালে ছুটে যান বীরভূম জেলা পরিষদ সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, জয়দেব মেলায় এক ট্রিপ যাত্রী নামানোর পর আরেক ট্রিপের যাত্রী আনার জন্য বাসটি অতিদ্রুত গতিতে বোলপুর ফিরছিল। যার জেরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । দুর্ঘটনার পর উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। যার জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানাগড় – দুবরাজপুর ১৪ নং জাতীয় সড়ক। ইলামবাজার থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে ইলামবাজার থানার পুলিশ। বাসের চালক ও খালাসি পলাতক।

পূর্বরেলে ২২০টি সিসিটিভি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের মহিলাদের নিরাপত্তা সহ জঙ্গি আতঙ্ক ঠেকাতে পূর্ব রেলের লক্ষ্য থেকে রেলে নিরাপত্তা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে রেল সূত্রে জানা যায়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই হাওড়া এবং শিয়ালদহের স্টেশন গুলিতে নতুন করে অত্যাধুনিক সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে। দুটি রেল স্টেশন মিলিয়ে প্রায় ২২০টি ক্যামেরা বসান হবে বলে জানা যায়। কেবলমাত্র ক্যামেরা বসিয়েই রেল তার দায়িত্ব সারছে না। কারণ বারে বারেই রাতে মহিলাদের নিরাপত্তায় রেলের ভূমিকা খুব একটা থাকে না বলে বহুক্ষেত্রেই এমন একটা অভিযোগ শোনা যায় রেলের বিরুদ্ধে। তাই সেই দিক থেকে শিক্ষা নিয়েই রেল রাতের দূরপাল্লায় মহিলা যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ট্রেনগুলিতে অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্বলিত নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যায়। এছাড়া রেলের বম্ব স্কোয়ার্ড বাহিনী সহ রেল পুলিশের নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলিকেও ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। আজ রেল দফতরের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গুলি নেওয়া হয়েছে রেল আধিকারিকদের একটি পক্ষ থেকে জানা যায়।

বাউড়িয়াতে জুটমিল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেতন দিতে না পারার কারণে বন্ধ হয়ে গেল হাওড়ার বাউড়িয়া কানোরিয়া জুটমিলটি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মিলের কর্মীরা কাজে এসে মিলের গেট বন্ধ থাকায় ভিতরে ঢুকতে না পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং মিল গেটের বাইরে মিল খোলার দাবি সহ দুমাসের বেতন দিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দেন বলে জানা যায়। দুমাস ধরে মিলের কর্মীরা কোনও বেতন পাননি। তার ওপরে জানুয়ারির অর্ধেক কাজ হয়ে যাওয়াতে সময়সীমা বেড়ে আড়াই মাসে দাঁড়ায় বেতন না পাওয়ার মাস হিসাবে। ফলে দারুণ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েন মিলের কর্মীরা। এমন কি মিলের কর্মীরা জানান মিল কর্তৃপক্ষ আগাম কোনও নোটিশ না ঝুলিয়েই মিলটি অন্যায়ভাবে বন্ধ করে দেন। অন্যদিকে মিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মিলের উৎপাদন ভীষণ ভাবে মার খাচ্ছিল। তাই টাকার অভাবে বেতন দেওয়া যায় নি। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো দানা বেধে ছিল নোট বাতিল এর কর্মকান্ড। বেতন না দেওয়ার জন্য এটা একটা অন্যতম কারণ।

ছানা ব্যবসায়ীদের সম্মেলন

মলয় সুর, হাওড়া : তারকেশ্বর মেন লাইনে ছানা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন শেওড়াফুলি সত্যজিৎ রায় ভবনে ১১ জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্বপন চন্দ্র। তিনি বিভিন্ন ন্যায্য দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। দাবিগুলি হল, ভেন্ডার কম্পার্টমেন্টে সাধারণ যাত্রী এবং অসামাজিক লোকেদের সরানো। টিকিট চেক করা। ১২ বগি গাড়িতে তিনটি ভেন্ডার বগি দিতে হবে। বর্তমানে রেলের গাড়িতে ছোট ভেন্ডার থাকার জন্য ছানা যেতে প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। অন্যদিকে লোকাল ইএমইউ ট্রেন তারকেশ্বর থেকে ছাড়ে দুপুর ৩–১৫ মিনিটে তার পরিবর্তে ৩টায় ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এখন ছানা ব্যবসায়ীদের চাঁদার জুলুম, মস্তানি থেকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হয় না। এমন কি ছানার প্রতিদিনের দর বৃদ্ধি। এসবই মজবুত সংগঠন থাকার ফলশ্রুতি। এদিন স্বপনবাবু এই সকল বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই ছানা ব্যবসায়ী সংগঠনটিকে সযত্নে ধরে রেখেছেন। এতে সংগঠন বেশ উপকৃত হয়েছে। বক্তব্য রাখেন শেওড়াফুলি জিআরপি থানার অফিসার ইনচার্জ গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। বর্তমানে ভেন্ডার বগিতে ছানা ব্যবসায়ীদের উপর মারদাঙ্গা হলে তৎক্ষণাৎ জিআরপিতে খবর পৌঁছালে তা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফেলুর বক্তব্যে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও সমস্যা ছানা সমিতির মাধ্যমে দূর হবে। বাঁধার সন্মুখীন হতে হবে না। এখন ন্যায্যভাবে পুজোর চাঁদা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফসল। এদিন ২৫০ জন ছানা ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হাজির ছিলেন। মঞ্চে ক্ষুদ্র নৃত্য শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন পাপিয়া সাঁতরা, রুকমা বাগ, সৌমিত্র অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার কাউন্সিলর প্রবীর পাল, সংগঠনের সম্পাদক মদন ঘোষ, শ্রীরামপুর থানার নৈশ্য বাহিনীর সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায় ও বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকরা।

আইনজীবী দম্পতির হদিশ

প্রথম পাতার পর

কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী শৈলেন্দু কুমার রক্ষিত বলেন, ‘নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হোম থেকে শিশু দত্তক নিতে গেলে আবেদনকারীকে তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়। সেখানে পুরো জীবনপঞ্জী দিতে হয়। সিরিয়াল অনুযায়ী আবেদনকারী আদালতের নির্দেশে সন্তান পাবেন। সেক্ষেত্রে আইনের জটিলতা অনেক। আর বেসরকারি হোম থেকে শিশু নিতে গেলে সরাসরি দত্তক নেওয়ার আবেদন করতে হয় আদালতে। দত্তক নেওয়ার আবেদনের ভিত্তিতে আদালত সব দিক খতিয়ে দেখে নির্দেশ দিলে তবেই সন্তান রেজিস্ট্রি করা যায়।’

গোয়েন্দাসূত্রের দাবি, না জেনে বুঝ

এবারের বিষয়

দুধ! বাপরে বাপ....

আপনার শিশুকে গরু–মোষের দুধ খাওয়াবার সময় সাবধান

অভিযোগ (১) বড়বাবু তুমি জবাব দাও বড়বাবুর কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। পুলিশ গোয়ালার যৌথ অশুভ আঁতাত চলবে না, জবাব তোমায় দিতে হবে... হঠাৎ ২৫/৩০ জন মহিলা গগন ভেদী শ্লোগান দিতে দিতে থানায় প্রবেশ এবং ওনাদের জমা দেওয়া অভিযোগটি ছিল এই রকম :

'মহাশয় গত তিন সপ্তাহ আগে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে আমাদের গ্রামের রামেশ্বর গোয়ালা এক সের দুধের দাম ১২ টাকা থেকে হঠাৎ ১৪ টাকা বাড়ালে আমরা ওর যুক্তি মেনে ১৪ টাকা করেই দেওয়া শুরু করি। ছোটবেলা থাকতেই আমরা ওর গোয়ালের গরু মোষের দুই খেয়েই বড় হয়েছি। বর্তমানে আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদেরও ওর কাছ থেকে দুই কিনেই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু হঠাৎ আজ সকালে সে আবার দাম বাড়িয়ে ১৪ টাকা থেকে ১৮ টাকা মানে ৪ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা এই গোয়ালার চরম স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আপনার বিচার প্রার্থী..... গ্রামবাসী।

অভিযোগ ২ : মহাশয় আমি শিয়ালদহের কাছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ি। মাঝে মাঝে বিকেলে যাতায়াতের পথে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে দেখি কিছু সংখ্যক গোয়ালা লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করে বড় বড় দুধের ড্রামে দুধের সাথে এক ধরনের পাউডার এবং যে টিউবওয়েলের জল কেউ খায় না সেই জল মিশিয়ে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় প্রতিদিন বিশেষ করে বিকেলের দিকে ট্রেনে করে নিয়ে যায়। একদিন আমরা কিছু কলেজ স্টুডেন্ট প্রতিবাদ করতে গেলে কিছু গোয়ালা এবং তাদের সাথে স্টেশনে বসা কিছু দোকানদার এক হয়ে আমাদের মারতে আসে। কত মানুষ, রেলওয়ে পুলিশ দেখেও কেউ প্রতিবাদ করে না, এই সব ভেজাল দুধ বিশেষত শিশুরা খেলে ভীষণ ক্ষতি হতে পারে, আপনি দয়া করে এদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে বাধিত করুন ইতি কলেজ স্টুডেন্ট।

মহিলা সমিতির উক্ত অভিযোগ সহ দ্বিতীয় অভিযোগটি শুধু নিষ্পাপ শিশুগুলোর কথা মনে করে জিআরপি এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে অনুসন্ধান করে এক ভয়াবহ অবক্ষয়ের কথা জানতে পারি। অভিযুক্ত রামেশ্বর গোয়ালাকে তখনই ডেকে পাঠালে থানায় সে সাবলীল ভাবেই উপস্থিত হয়। কারণ ঘটনাটি আমার থানার এলাকার মধ্যেই ঘটেছে। অভিযোগটির সত্যতা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সমস্ত মারমুখী মহিলদের সামনে আমার প্রতি উত্তরে বলে চলে এক অদ্ভুত ঘটনা— বাবু আজ বহু বছর ধরে আমি এই দুধের ব্যবসা করে আসছি। ২/৩ বছর ধরে গরুর খাবারের দাম ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা মত খাঁটি দুধের দাম পাচ্ছিলাম না, বহুবার এনাদের বলা সত্ত্বেও সেই দাম দিতে ওনারা অস্বীকার করেন। আমি বিহার থেকে বৌ ছেলে মেয়ে ফেলে এখানে এসেছি ব্যবসা করে কিছু টাকা আয় করতে বলুন! ফলে উপায় না দেখে আমার পাড়ার হেগো ডাঙা পুকুরের জল দুধে মিশিয়ে দুধের দাম ১৪টাকা রেখেছিলাম। কিন্তু ৪ দিন আগে আমাদের গ্রামের বহু মানুষের ডাইরিয়া সহ নানা পেটের অসুখে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হলে জানা যায় অসুস্থ হওয়ার কারণ ওই হেগো ডাঙার জল। তাই আমি কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দুধে আর হেগো ডাঙার পুকুরে জল না মিশিয়ে বিশেষ করে শিশুদের কথা ভেবে মিনারেল জল (খাওয়ার জল) মেশানো শুরু করায় আজ সকাল থেকে দুধে দাম বাড়িয়ে প্রতি সেরে চার টাকা মানে ১৮ টাকা করতে বাধ্য হয়েছি। খাটি দুধ প্রতি সের ২৪ টাকা কেউ চাইলে মারতে আসে আমি কি করব বাবু বলুন? বলে রামেশ্বর কাঁদতে থাকে। মহিলারাও ওর যুক্তি স্বীকারোক্তি শুনে ওর দামটাই মেনে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। দুর্ভাগ্য, আমিও ওর কাছ থেকে দুধ খেতাম।

বিগত ২০০১ সালে United State of Amaica ''ডাই ক্রোফিনা, নামে একটি ওষুধ গবাদি পশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য আবিষ্কার করেছিল। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এই ওষুধ গরু মোষদের দেওয়া শুরু করায় ভাল ফল পেলেও ওই সব পশুদের মৃত্যুর পর এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। কারণ ওই সব পশুর মৃত্যুর সাথে সাথে সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে যায় ওই মাংস যে সব প্রাণী খায় তাদেরও মৃত্যু শুরু হওয়ায় ২০০৩ সালে USA এই ওষুধ বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, নেপাল সহ অনেক দেশ গ্রাহ্য না করায় আজ শকুন শেয়াল সহ বনের নানা পাখি দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। গত ১৮/৮/১২ তারিখ এক গোপন খবরের সাহায্যে সোনারপুর থানার অধীনে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) ২টি লরি আটক করা হয় এবং প্রায় ৩২ হাজার ছোট ছোট অ্যামপুল বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেফতার হয়েছিল ৬জন। Sonarpur PS Case No. 777 Dt 18-8-2012 U/S 18C Violations of prohibition of Drug and cosmetic Act 1940 read with section 27 of the same Act and 413/34 (Ref no দিলাম শিশুদের কথা ভেবে) এই কেস–এর Drug Dist Drug Control, Baruipur সহ নানা জায়গায় যেতে হয়েছিল। তদন্তে জানা যায় এই অ্যামপুল গুলো খুব সহজেই চোরা পথে থাইল্যান্ড থেকে ভারত বাংলাদেশ সহ আরও কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যার একমাত্র কারণ যে দেশি গরু তিন সের এবং যে জার্সি গরু ১৫ সের দুই দেয় দুধ দোয়াবার ২৫/৩০ মিনিট আগে একটি অ্যামপুল (যার দাম মাত্র ১২ টাকা) যদি গরু বা মোষের লেজের দিকে ইনজেক্ট করা

যায় তাহলে দেশি গরু ৫ সের এবং জার্সি গরু ২০ সেরের বেশি দুধ দেবে। মানে ইনজেক্ট করার ফলে বেচারা গৃহপালিত শান্তশিষ্ট প্রাণীগুলি সমস্ত দুধ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় (যেটা ওর বাচ্চার জন্য বা অন্য কারণে সাধারণত রাখে) কারণ ওই ওষুধ রক্তে মিশে যাওয়ার ফলে এই সব প্রাণীদের দুই আটকে রাখার ক্ষমতা আর থাকে না। পশু চিকিৎসকদের সাথে এই কেসের তদন্তে আলোচনায় জানা যায় এই বেশি পরিমাণ যে দুধ আমরা যা পাই তার মধ্যে বেশ কিছু সেই সব প্রাণীর রক্ত তরল হয়ে দুধের সাথে মিশে যায়। অতি সতর্ক কিছু ভিন রাজ্যের মানুষ সন্তানের জন্য খাটি দুধ পাওয়ার আশায় বাড়িতে গরু আনিয়ে দামনে দাঁড়িয়ে থেকে গোয়ালাকে দুই দোয়াতে বাধ্য করেন। কিন্তু তারা জানতেও পারেন না পথ চলার মাঝে বা খাটাল থেকে বের হতেই সেই অসাধু গোয়ালা ২৫/৩০ মিনিট আগেই ওই ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়েছে। পাঠকরা একটু বুদ্ধি করে আপনার আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব যেখানে থাকেন সেই সব খাটালে গিয়ে গোয়ালাদের সাথে ভাব জমিয়ে যদি জানতে চান দেখবেন আজ এই বাংলার প্রায় সব খাটালেই এই ইঞ্জেকশন

চলছে। ইঞ্জেকশন নেওয়া এবং দুধ দেওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রাণীগুলি হাঁটার শক্তি হারিয়ে কেমন ঝিমাতে থাকে। আজ গ্রামে গঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় যে খাটাল গুলি আছে সেখানে ভোর তিনটে থেকে চারটে এবং বিকেলে গরু মোষের দুধ দোয়াবার পরে যেভাবে এক ধরনের পাউডার দুধে মেশাচ্ছে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই ঘৃণ্য অপরাধ বন্ধে আমি সেই সব কলেজের কিছু ছাত্রদের নিয়ে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এগুলো বন্ধ করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস।

চলছে নতুন স্বাদের ধারাবাহিক ৬

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

অন্যের জন্মদিন আপনার বিপদ...

লাইফ লাইন

- নবান্ন ২২১৪৫৪৮৬
- ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪০
- লালবাজার ২২৫০৫০০০, helpline : 1091 1090

মোবাইল থেকে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের কোনও ঘটনার জন্য Child helpline : 1098
- women help line Dist 24pgs(South) 2448 2448
- women help line Dist 24pgs(North) 9830220100

এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকেও Fax No 22415555 and 22140528 জানাতে পারেন।

দেউলগ্রামে ঐতিহ্যশালী মোষের শিং শিল্প

জয়িতা কুন্ডু

মেদিনীপুরের গোপীগঞ্জের কাবেরীকে দেখতে গিয়ে যখন মনে ধরেছে ঠিক তখনই বেঁকে বসলেন কাবেরীর বাবা। হবু জামাইয়ের

শিল্পে রূপ নেওয়ার আগে অপেক্ষায় মোষের শিংয়ের খন্ড।

শিল্পকর্ম তাঁর না–পসন্দ। কারণ একসময় তিনিও তো এই শিল্পের সাথেই যুক্ত ছিলেন। তাই তিনি জানেন এই শিল্পের রুগ্নাবস্থার কথা। এই শিল্পের কোনও ভবিষ্যৎ না দেখতে পেয়েই ত্যাগ করেছেন এই পেশা। শেষে অনেক বুঝিয়ে রাজি করানো যায় তাঁকে। কাবেরীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন হাওড়া জেলার দেউলগ্রামের দিলীপ চন্দ্র। শ্বশুর বাড়ি এসে কাবেরী স্বামীর সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মে সহযোগিতা করতে থাকেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। কারণ বাবার কাজেও যে তিনিই সাহায্য করতেন।

শীতের সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বারবার মনে হচ্ছিল আজই যদি একবার ঘুরে আসা যেত তো মন্দ হতো না। কারণ বেশ কয়েকদিন আগে আমার এক বন্ধুর থেকে জানতে পারি হাওড়া জেলার বাকসি এলাকার দেউলগ্রামের মোষের শিং দিয়ে তৈরি কুটির শিলপের কথা। যেমনি ভাবনা অমনি বেরিয়ে পড়া। মহিষ রেখা দামোদর ব্রিজের (উলুবেড়িয়া থানা) কাছ থেকে একটি অটো রিকশা ভাড়া করে রওনা হলাম দেউলগ্রামের পথে। অটো রিকশা বাগনান পেরিয়ে মানকুর মোড়ের ডানদিকের পথে এগিয়ে চলল বাকসির দিকে। কল্যাণপুর, সাবসীট, সত্যপীরতলা পেরিয়ে দেউলগ্রাম বাজারে গিয়ে নামলাম। স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনে নিলাম কোথায় আছে মোষের শিং থেকে চিরুনি তৈরির কারখানা। গ্রামে ঢুকে এক গৃহবধূকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিই ডেকে দিলেন, ''এই লালটু তোদের কারখানার খোঁজ করছে দেখতো।'' কারখানার বাইরে এলেন লালটু চন্দ্র। বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। নিয়ে গেলেন কারখানার কাছে। বসতে দিলেন একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে। কারখানা বলতে তাঁদের বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট একটি ঘর। সেখানে সারে সারে ঢালা আছে ছোট ছোট টুকরো করা মোষের শিং। একটা শিং পোড়া গন্ধও নাকে আসছে। খুব তীব্র না হলেও বেশ অস্বস্তিকর। সেই কারখানায় বসে আপন মনে বাইস (একপ্রকার ছুতোর অস্ত্র বিশেষ) দিয়ে মোষের শিং–এর টুকরোর ছাল কেটে সমান করছেন সত্তরোর্ধ কিশোর চন্দ্র। কিশোর চন্দ্র এই কারখানার একজন দক্ষ শ্রমিক। তাঁর সাথেই কাজ করছেন দিলীপ চন্দ্র। দিলীপই এই কারখানার মালিক। বাপ–ঠাকুরদার এই শিল্পকর্মকে তিনি আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। দিলীপের ঠাকুরদা প্রয়াত অন্নদা চন্দ্র এই কারখানাটির প্রতিষ্ঠাতা। চারপুরুষ ধরে চলছে তাঁদের এই শিল্পকর্ম। অন্নদা, তাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র দিলীপ। আর দিলীপের হাত ধরেই তাঁর পুত্র লালটুও এই মোষের শিং–এর কুটির শিল্পকেই নিজের পেশা করেছেন। ছোট থেকেই বাবার এই শিল্পকর্মের প্রতি আগ্রহ লালটুর। আর তার ফলেই ক্লাস এইটে পড়তে পড়তেই হাত লাগান বাবার সাথে। পড়াশুনা ছেড়ে পাকাপাকিভাবেই ঢুকে পড়েন এই কাজে এবং হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ শ্রমিক।

বর্তমানে এখানে মোষের শিং থেকে তৈরি হচ্ছে নানা রকম আকৃতির সুদৃশ্য চিরুনি, পিঠ চুলকানোর হাত, ছড়ি প্রভৃতি। লালটুদের পাশের এক কারখানায় মোষের শিং থেকে তৈরি হয় সোনার বল তৈরি করার ডাইস। যা তাঁরা মুম্বইয়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন।

কলকাতার রাজাবাজার ও মেদিনীপুরের রামতারক থেকে কাঁচামাল অর্থাৎ মৃত মোষের শিং কেনেন দিলীপ। যখন প্রথম বাবার হাত ধরে এই কাজে যোগ দেন তখন যে শিং তারা একটা চার আনা দরে কিনেছেন সেই শিং এখন ষাট থেকে আশি টাকা কেজি দরে

হাওড়া

কিনতে হয় বলে জানালেন দিলীপ। আবার কোনটি দুশো বা তার চেয়েও বেশি দাম পড়ে।

''মাকে দেখেছি শিং–এর তৈরি চিংড়ি মাছ, ফুলদানি, পেনদানিতে সুন্দর সুন্দর নক্সা করতে। এখন তো আর সেই সব কেউ অর্ডার দেয় না। তাই সেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন মা।'' বলেছিলেন দিলীপবাবুর পুত্রবধূ শম্পা। পূর্ণেন্দু পত্রী এসেছিলেন তাঁদের এই কাজ দেখতে। তখন কারখানায় কেউ না থাকায় একাই কাজ করছিলেন তিনি। পূর্ণেন্দু পত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হয় তাঁর এই শিল্প সম্বন্ধে। এই কথা যখন বলছিলেন কাবেরী দেবীর চোখে মুখে গর্বের একটা ছাপ লক্ষ্য করছিলাম।

বাজার থেকে মৃত মোষের শিং কিনে এনে তাকে করাত দিয়ে চেলা করা হয়। এরপর যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকম সাইজে কেটে তাপ দিয়ে তাকে সোজা করা হয়। সোজা ও সাইজ করে কাটা শিং–এর টুকরোকে বাইস দিয়ে ছাল কেটে মসৃণ করা হয়। এরপর শুরু হয় আসল কাজ। কোনটাকে চিরুনি আবার কোনটাকে পিঠ চুলকানোর হাত প্রভৃতি গড়ে তোলা হয় ছোট ছোট অস্ত্রের মাধ্যমে হাতেই। পরে যন্ত্রের সাহায্যে তাকে পালিশ করে প্যাকেটজাত করে পাইকারি বাজারে নিয়ে যান তাঁরা। স্থানীয় বাজারে মোষের শিং–এর তৈরি দ্রব্যের চাহিদা না থাকায় দিলীপ ওড়িশার পুরীতে তাঁদের তৈরি দ্রব্যগুলি নিয়ে যান এবং তা ওখানেই পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন।

এক সময় দেউলগ্রামের ঘরে ঘরে এই শিং শিল্প ছিল একমাত্র পেশা। কিন্তু আজ হাতে গোনা পাঁচ ছয়টা চন্দ্র পরিবারই কোনও রকমে এই লুপ্তপ্রায় শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন খুবই কষ্টের সঙ্গে। এর প্রধান কারণ আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগেও এই মোষের শিং থেকে তৈরি দ্রব্যের চাহিদা থাকলেও বর্তমান বাজারে প্লাস্টিক ও নানারকম সস্তার জিনিস এসে যাওয়ায় চাহিদা একেবারেই নেই। তার ওপর অপ্রতুলতার দরুণ কাঁচামালের দামও বেড়েছে অত্যাধিক। সেই অনুপাতে বাড়েনি শিং–এর তৈরি দ্রব্যের দাম। এই সব শিং শিল্পীদের সরকারি আর্টিজান কার্ড না থাকায় তাঁরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারি কোনও ঋণ বা সরকারি কোনও মেলা বা প্রদর্শনীতেও তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। হারিয়ে যেতে বসেছে ঐতিহ্যের এক প্রাচীন শিল্প।

দিলীপ চন্দ্র হাতে মোষের শিং–এর তৈরি চিরুনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এই ছবি বেশ কয়েকদিন আগে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন দিলীপের ছেলে লালটু। লালটু স্বপ্ন দেখেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকর্ম ছড়িয়ে পড়ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। দেশি–বিদেশি বহু ক্রেতা ভিড় জমাচ্ছেন তাঁদের কারখানায়। দিন–রাত এক করে কাজ করে চলেছেন লালটু তাঁর বাবার সাথে সেই চাহিদার যোগান দিতে। মুখ থুবড়ে পড়া ঐতিহ্যশালী প্রাচীন এক শিল্প এভাবেই বেঁচে উঠছে।

শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে মোষের শিংয়ের জিনিসপত্র

মাঙ্গলিকী

‘ক্যামেরা চলছে’ সমৃদ্ধ আকাশ বলাকার সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪শে ডিসেম্বর টালিগঞ্জের কবিতা ভবনে অনুষ্ঠিত হল আকাশ বলাকা সাহিত্য পত্রিকার ২৪ তম মাসিক সাহিত্য সভা। যেহেতু এদিন মাসিক সাহিত্য সভার ২ বছর পূর্ণ হল, তাই সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি ধরা রইল সিসি টিভির ‘চোখে’... মোট ৩৬ জন সাহিত্য–সংস্কৃতি মনস্ক সুধীজন এই সাহিত্য সভায় যোগদান করেন। বস্তুতঃ দিনে দিনে এই মাসিক সাহিত্য সভায় যোগদানকারী সুধীজনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে; এর একটাই কারণ সাহিত্যসভার আয়োজক, আকাশ বলাকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ‘আমি ফেরার হব’ কবিতা খ্যাত বরিষ্ঠ কবি সুনীল গুহ সকলকে বড় আপন করে নেন প্রতি সভায় (যদিও আসর সঞ্চালনায় তিনি খুবই অগোছালো; তবে মনের ভিতরে তিনি এখনও ‘ছেলেমানুষ’, তাই তাঁর কিছু ত্রুটি সবাই হিসাবে ধরেন না)।

এদিনও আসর সঞ্চালনায় ছিলেন সুনীল গুহ (পরের দিকে সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল দায়িত্ব তুলে নেন)। সকলকে আসরে যোগদান করার জন্যে শ্রীগুহ আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আগতঃ আন্তর্জাতিক ২০১৭–র শুভেচ্ছাও জানালেন সকলকে। পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি প্রাবন্ধিক বিনয় দত্ত হর্ষ প্রকাশ করলেন এই বলে, দিনে দিনে এই সভার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে বহু কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর সভায় যোগদানে। ষান্মাসিক আকাশ বলাকা ঠিক সময়ে প্রকাশিতও হচ্ছে; সুতরাং সভাপতি হিসাবে তিনি আনন্দিত... এদিন বহুকবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা শোনালেন। কেউ কেউ অন্যের কবিতা আবৃত্তি/পাঠ করলেন। কয়েকজন স্বরচিত গল্প শোনালেন। সাহিত্য নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনাও হল। ছিল সঙ্গীত, সব মিলিয়ে আসর হল খুবই উজ্জ্বল... যাঁরা এদিন আসরে অংশগ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বসুমিত্র দত্ত, সুজিত সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য (পাঁচালি/লোকগীতি?) ব্রজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সীমা গুপ্ত (‘রণক্ষেত্রে আমি’— এই সন্ধ্যায় শোনা সেরা কবিতা; এজন্যেই কবিতাটির নাম উল্লেখিত হল)। তারাশঙ্কর দত্ত (‘আমার ইচ্ছে’— এদিন শোনা আর এক উজ্জ্বল রচনা), ডাঃ কল্যাণ পাল (ঝুমুর ধর্মী কবিতা— ব্যতিক্রমী সৃষ্টি), কৃষ্ণ পাল (‘স্বামী স্ত্রীর কড়চা’ খুবই মজাদার ছড়া), সুনীল গুহ প্রমুখ। যথারীতি ‘হাওয়া বদল’ রম্য রচনা ধর্মী গল্প পাঠে আসর মাতালেন সুকুমার মন্ডল। বিবিধ গানে আসর উজ্জ্বল করলেন পাপিয়া দে দাস, শ্যামল বিশ্বাস, চন্দনা দাশগুপ্ত প্রমুখ। প্রদীপ গুপ্তর কবিতা ‘জীবন এক স্টেশন’–এর কথা বাদ পড়ে যাচ্ছিল— কবিতাটি হৃদয়স্পর্শী। এদিন ছিল ‘প্রি–ক্রিসমাস ইভ’; তাই সকলকে আয়োজক ‘কেক ভক্ষণের’ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ আপ্যায়ণ করলেন। চা–বিস্কুট, কেক সকলের হাতে আড্ডার সেবিকার মতন তুলে দিলেন লাবণী মান্না, পাপিয়া দে দাস প্রমুখ— তাঁরা হলেন এদিন ‘আড্ডা–কন্যা’— অভিনন্দন সুনীল গুহ মহাশয়কে এক অসাধারণ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সন্ধ্যা সকলকে উপহার দেওয়ার জন্যে।

আরও ঃ প্রিয় সুনীল বাবু, কবিতা ভবনে ‘আর কি কখনও কবে, এমন সন্ধ্যা হবে?’

কলামন্ডলের রামধনু নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয় ও কল্যাণী পুরসভার সহযোগিতায় কল্যাণী কলামন্ডলের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০১৭, সাড়ম্বরে ছোট বড় সকলের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ১২তম রামধনু নাট্যমেলা কল্যাণী, ঋত্বিকসদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কল্যাণী এখন রাজ্যের মধ্যে নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তাইতো প্রথিতযশা নাট্যশিল্পী যারাই এই শহরে পা রেখেছেন তাঁরা কল্যাণীকে একবাক্যে নাট্যপ্রেমীদের শহর হিসাবে সন্মান জানিয়েছেন এবং প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত জনতাকে কুর্ণীশ জানিয়ে গিয়েছেন। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে মুল্যবোধের আবক্ষয় হয়ে চলেছে এবং রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে নারী নির্যাতন থেকে নানা রকম অপরাধমূলাক কাজ বেড়ে চলেছে তাতো সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে নাটকের মাধ্যমে সচেতন করার প্রয়োজন হায়ে পড়েছে, এই ধরনের কথাগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল কলামন্ডলের উদ্যোগী কর্মকর্তা শান্তনু দাসের সঙ্গে যিনি নয়াদিল্লির রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিশু ও কিশোরদের নাট্যকর্মশালায় প্রতিনিয়ত নাট্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে চলেছেন।

গত ১৬ থেক ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ কলামন্ডলের উদ্যোগে শিশু কিশোর নাট্যকর্মশালায় প্রশিক্ষিতদের নিয়ে ১২ জানুয়ারি ২০১৭ অভিনিত নাটক ‘পাজি পিটার’ সকলের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রামধনু নাট্যমলায় অনুষ্ঠিত নাটকের মধ্যে ১১ জানুয়ারি থিয়েটার মর্কাস (কল্যাণী) প্রযোজনায় স্থানীয় এলাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং দীর্ঘদিন নাট্যচর্চার সাথে জড়িত শ্রী কুমার ভট্টাচার্যর রচনা এবং পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল চুরির কাহিনী নিয়ে ‘নোবেল, রবীন্দ্রনাথ এবং স’ নামে একটি অসাধরণ সৃষ্টিধর্মী নাটক দেখার অভিজ্ঞতা এই প্রতিবেদকের হয়েছিল। অবশ্য এই নতুন ধরণের নাটকটি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ হয়েছে এবং গুণীজনের কাছে সমাদৃত হয়েছে। নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণে ছিলেন মনানীতা ভট্টাচার্য, জয়িতা বাস, জয়দীপ চক্রবর্তী, অসিতবরণ নাথ, বিপ্লব কুমার দাস, মিতালি দাস (মন্ডল), তাপস কুমার ভট্টাচার্য, তাপস কুমার হাজরা, প্রদীপ কুমার মজুমদার ও শ্রী কুমার ভট্টাচার্য।

নাটকের অংশগ্রহণকারী চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাবলীল অভিনয় দক্ষতা প্রেক্ষাগৃহের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সব থেকে আশ্চর্য্যর বিষয় এরা কেউ সেরকম পেশাদারী শিল্পী নয় কেউ ছাত্র বা চাকরিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী অথবা গৃহবধূ। কিন্তু তাদের সহজাত অভিনয় দক্ষতা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। নাটকের মধ্যে দিয়ে নাটাকার শ্রীকুমার ভট্টাচার্য সমাজ সচতেন করতে সচেষ্ট হয়েছেন যা সকলের কাছে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে বিগত নাট্য মেলাগুলিতে পরপর বেশ কিছু নতুন ধরণের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, যদি সময়ের ব্যবধান আর একটু বেশি থাকত তাহলে অনেক নাট্যপ্রমীদের আগমনে প্রেক্ষাগৃহ সম্পুর্ণভাবে ভরে উঠতে পারত।

থার্ড আই এর ভিসুয়্যাল আর্ট

সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমিতে থার্ড আই তাদের আলোকচিত্রের এক সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। বিগত সতেরো বছর ধরে তারা এই প্রদর্শনীর উদ্‌যাপন করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে অনলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা আলোকচিত্রকে ললিতকলার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। এরা ভিজুয়াল আর্ট–এর অনন্য মাধ্যমের শিল্পীদের সঙ্গেও কাজ করে থাকেন। পূর্বে এরা চিত্রীদের সংস্থা ‘শিল্প–ভাবনা’র সঙ্গে আলোকচিত্র নিয়ে একত্রে প্রদর্শনীও করেছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার জন্য থার্ড আই–এর প্রাণপুরুষ অতনু পাল অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখেন।

প্রদর্শনীতে তিনটি ভাগে আলোকচিত্রের প্রদর্শন হয়েছিল। প্রথমভাগে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী অতুন পাল ও থার্ড আই–এর সদস্যদের গৃহীত ও পুরস্কৃত আলোকচিত্রের প্রদর্শন। দ্বিতীয় ভাগে ছিল থার্ড আই–এর সদস্যদের চারশোটি স্লাইড ছবির সঙ্গে লোকগানের দল ‘উজান’–এর এক যুগলবন্দী যেটি প্রতিদিনই পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে দেখান হত। তৃতীয় ভাগে ছিল কানাডার শিকোতিমির বিশ্ববিখ্যাত কিউবেক ইউনির্ভাসিটি পরিচালিত আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় বিগত তিন বছরের পুরস্কৃত ও প্রদর্শিত বেশ কিছু ছবি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে থার্ড আই–এর সদস্যদের বেশ কিছু অসামান্য আলোকচিত্র দেখার সুযোগ ঘটল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল অতুন পালের দুটি ছবি আলোর সন্ধানে ও ‘বাক্স বদল’ প্রদীপ মল্লিকের ‘শিকারী’, গৌরব রায়ের ‘ইচ্ছেডানা’, পি কে দেবনাথের ‘ছবির খোঁজে’, সুমন কল্যাণ মালাকারের ‘তরী কথা’, শ্যামল দাসের ‘দৈনন্দিন’, অদিতি জানার ‘আলোক শিকারী’ সাহানা রায়ের ‘ফিরে দেখা’ ও মধুমিতা মুখোপাধ্যায়ের ‘চলো যাই’।

সুমিত দাশগুপ্ত

লোক–গবেষক চলে গেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : গ্রাম বাংলার লোকজীবন–লোকাচার–লোকসংস্কৃতির গবেষণার অন্যতম সূত্রধর ড. বঙ্কিম চন্দ্র মাইতি সম্প্রতি চলে গেলেন। তাঁর প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হল গবেষণার ক্ষেত্রটির। নিরন্তর অনুধ্যানের ফসল আপন উদারতায় তিনি সকলকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, তাঁর অধীত জ্ঞান তাঁর একার নয়, সকলের।

১৯৩৩ সালের ১ আগষ্ট তাঁর জন্ম পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত পাঁচরোল

গ্রামে। পিতা কিশোরী মোহন মাইতি, মাতা সুধাময়ী দেবী দুজনেই প্রয়াত। শৈশবে পাঁচরোল হাই স্কুলে পড়াশুনা তারপর বাংলা নিয়ে বি.এ (অনার্স) পাশ করেছেন কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ এবং ১৯৮৫ সালে পিএইচডি। নন্দীগ্রমের সীতানন্দ কলেজে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯৯৮ সালের ৩১ জুলাই অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যাপনায় যোগ দিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা আরও সৃজনমুখী হয়েছিল। তাঁর মননশীলতার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। অনুধ্যানে, গবেষণায় তাঁর সৃজনমুখ চালিত হতে হতে ক্রমশ শানিত হয়েছে নানাদিকে। ভাষা, সংস্কৃতি, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে অনুপুঙ্খ বিচার–বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে সুবর্ণরেখার দুই পাড়ের মানুষ, মানুষের সভ্যতা–সংস্কৃতির শিকড় কতটা গভীরে—এই অমোঘ জিজ্ঞাসায় তিনি নিরন্তর মগ্ন ছিলেন। ধ্যান–গম্ভীর সাধনায় এবং জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ যে সৃজনসম্ভার তিনি আমাদের দিয়ে গেলেন তা অতুলন সম্পদ।

নয়তো

অর্চনা ঘোষ

লকলকে জিভ জড়িয়ে ধরে সবলে
আপন অঙ্গ সহ নিঃশব্দ সমর্পণ ছাড়া
কোন উপায় আর নেই
এ কথা খুব ভালোই জানে ঘাতক
চারদিকে নিষ্ক্রমণের জীবন পণ
চোরা বাতাস উঁকি দিয়ে যায় অবিশ্বাস্য
বলে, ঝাঁপ দাও, ঝাঁপ দাও ।

সর্বাঙ্গে জ্বালামুখী বসনের সোহাগ
খুন–চর্চিত দুর্দম কামনারা শেষ লগ্নের অপেক্ষায়
এক একবার এক একরকম হাঁড়িকাঠ
খাপে খাপে ধরে নেয় নিবেদিত শরীর

এমনই লাল ঘোর নিমজ্জিত অগ্নিকুণ্ড
সাঁই সাঁই চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে বিশেষ তির
মাথার উপরে, পায়ের নীচে ধীরে ধীরে
এগিয়ে আসছে ফণাধর
আদর লুটবে, সুখ ছিনতাই করে আরও নৃশংস
পাথর করে দাও, নয়তো দাউ দাউ অদৃশ্য
আগুনে পুড়িয়ে সত্যিকার একটা শবদেহ।

(কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

ক্লান্তি আমার

আরতি ভট্টাচার্য

এক পা দু পা করে
হেঁটে হেঁটে যেন বিশ্ব পরিক্রমণ
অতলান্ত ক্লান্তি সারা শরীরে
আমি ক্ষমা চাইনা।
শুধু একবার ফিরে পেতে চাই
সবুজ ঘাসের গন্ধ মাখা
পিছে ফেলে আসা ছেলেবেলাটাকে।
কনে বৌ–এর আলো চমকানো
মুখখানার মত লাজুক রোদটাকে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে মেখে নিতে চাই
শেলেট রং–এর মেঘের ঘরে
সিঁদ কেটে নিয়ে আসি বৃষ্টি
তেষ্টা মেটাই ওদের।
অন্ধকার রাত্রির তারাদের সাথে
লাইট পোষ্ট জেগে থাক।
আমি অনেক স্বপ্ন দেখতে চাই
লাল, নীল, সবুজ, হলুদ রঙীন স্বপ্ন,
আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়
আয় ঘুম আয়রে –

(চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী)

থেমে যায় মন

বসন্ত পরামাণিক

প্রবহমান সময়
কারোর জন্য থেমে থাকেনা।
প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘন্টায়
সে এগিয়ে চলেছে কালের নিয়মে।

গতিশীল জীবনও তেমনি
থামতে শেখেনি।
প্রতি দিন প্রতি মাস প্রতি বছর পেরিয়ে
স্রোতের মত বয়ে চলেছে জীবন।

কিন্তু আমার অসহায় মনটা
চলার পথে মাঝে মাঝে থেমে যায়
ফেলে আসা দিনের স্মৃতিগুলোর টানে
হয়তো বা আমার
সেই প্রিয় মানুষটার জন্য।

(বাওয়ালী, দঃ২৪ পরগণা)

নতুন বিভাগ

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা। ছড়া, গল্প, কবিতা, অণুগল্পে গাঁথা হবে এই বিভাগের মালা। আশা করি আপনারা সঙ্গী হবেন সাহিত্যের এই পথচলায়। সাহিত্য জগতে নতুন প্রতিভা তুলে আনাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করি সকলের প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

ছন্নছাড়া কবিতা

পৃথা দাস

শৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে
ত্যাগ করেছে ওদের দিনের আলো
অন্ধকার রাতে ওরা দিশাহীন, অচেনা পথে
অসহায়, প্রাণবন্ত শব্দের দল আজ ছন্নছাড়া
মনের আয়নায় তাদের বিচলিত ছায়া
আচমকা, আনমনা পথভোলা কবি
সযত্নে ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে শব্দ শিশুদের
মালা গাঁথে কবি, এক একটি শব্দ চয়ন করে
নিথর শব্দেরা আহত আভিমানে
নিষ্ফলা বন্ধ্যা মাটির মতো
মুখ লুকিয়েছে তীব্র বেদনায়।
কবির হাহাকারে মথিত আকাশ বাতাস
গভীর কালো রাতে মুক্তো দানার মত
বৃষ্টিধারায় ঝরে পড়ে বর্ণমালার দল।
সিক্ত কবিতার মালা আবার
পাপড়ি মেলে ধরে একটু একটু করে
কুঁড়ি থেকে ফুটে ওঠা ফুলের মত ।

(চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী)

তবু মানুষ

আরতি দে

যা শোনা যায়
সবটুকু সত্যি না–ও হতে পারে
যা দেখা যায় সবটুকুই সত্যি
তবু মানুষ শোনাটাকেই
বেশি গুরুত্ব দেয়।
শোনাকে নিয়েই বাঁধায় হইচই
নৈরাশ্যের শিকল ধরে
মানুষ আশাকে খোঁজে
ভেজা বালুচরে সাগরকূলে
যার বাস, তাকে ধরা যায় না
যদি সে ভালোবেসে
কাছে না আসে।

(শহিদনগর, কল–৭৮)

কাল পুরুষ

ব্রজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী

অনুগত লুব্ধক দক্ষিণ পদতলে
কটি বন্ধে কৃপাণ, হাতে ধনুর্বাণ,
সৃষ্টির আদিকাল হতে মহাকালের
অতন্দ্র প্রহরী তুমি কালপুরুষ!
তোমার কৃপাণ আর ধনুর্বাণ টঙ্কারে
ছিন্ন কর বজ্রের উষ্ণায়িত বলয়
দোসর ধূমকেতুর পুচ্ছ মার্জনীতে
পরিচ্ছন্ন হোক আবর্জনার নিসর্গ অঙ্গন।
তোমার নীল লুব্ধক–কে পাঠিয়ে দাও
জ্ঞানপাপীর বিচরণ ক্ষেত্র এই ধরায়
অবিবেকীর বুকে বুকে জ্বেলে দিক
শুভবুদ্ধি চেতনার মঙ্গল দীপ।
নিপাত যাক্ আপন ক্রুশকাঠ বহনের
অবচেতন মনের নির্বুদ্ধিতা
বন্ধ হয়ে যাক্ বিশ্ব উষ্ণায়নের যন্ত্রণা
শুদ্ধ হোক জীবের জগতের প্রশ্বাস বায়ু।

(হরিদেবপুর, কল–৮২)

পচন ক্রিয়া

ভীম ঘোষ

বাসে চলন্ত ঘুমে দেখে নিচ্ছি তোমাকে
কোন খানে আছো কি অবস্থায়, গুণগত মান।
কপালে টিপ মাথায় খোঁপা মুখমণ্ডল,
আঙুলের ডগে কোন কিছু দাগ কেটেছি কি
চুপিসাড়ে, সঙ্গোপনে, সুচিন্তিত মনে।
প্রসারিত রাজপথ, এখানে রাত্রি আসে
মৃত্যুর অপেক্ষায়।
ওই দূরে পাহাড়ে ওখানে ওদের বসবাস
সময় মত চলে আসে ওরা প্রশ্বাসের গন্ধে।
দেখছি আর ভাবছি, ওদের পচন ক্রিয়া।
চুপিসাড়ে অজান্তে অঙ্গাঙ্গী ভাবে
মিশে যাচ্ছে, ছিন্ন হচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে
এক এক ধাপে ধীরে ধীরে পা গুটিয়ে নিতে
দেখছি, তবু যাচ্ছ অকাল অন্ধকারে।
পষ্ট দেখছি আর ভাবছি এ পচন ক্রিয়া।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

অল্পে সন্তুষ্ট

কানন পোড়ে

সত্যি কথা বলতে গেলে
করতেন বাবু রাগ
আধপেটা খেতে দিতেন
গর্জে উঠত বাঘ।
ঘরমোছা, বাসন মাজা, বাজার যাওয়া
আরও কত কাজ
করতে হত দিন রাত
ঘুমাতে গেলে পিঠে পড়ত বাজ
খুকু যখন বই পড়ে
কানে শুনে কিছু শেখে
দাঁড়িতে তুই আছিস্ কেন
রুটি কর আটা মেখে।
নাকে দড়ি কলুর বলদ
ঘুর্ণিপাকে ঘুরে।
হে ঈশ্বর চিরজীবন
দাও তো রোবট করে।
এবার পূজোয় নতুন জামা
পরবে কত ছেলে মেয়ে
দীন দুঃখীর নাই বা হোল
খুশী হবে মায়ের হাসি পেয়ে।

(আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

পারফিউম

লাবণী মান্না

নিঃস্তরঙ্গ একাকী রাত
তখন রাত বারোটা, সেই শেষ বাস
বাসের শেষ সিটে
সেই কামিনীমাখা পারফিউমের গন্ধ –
বাসের মধ্যে একা নির্বাক প্রেমের সৌরভ,
বাসের শেষ দিকের সিটে –
কিছু যুবকের দল,
তারা যেন আস্তানা গেড়েছে ওখানে
তাদের রসদের জন্য রয়েছে
অ্যালকোহল আর স্ম্যাক্সের আয়োজন
তাতেও যে সেই নিঃস্তরঙ্গ যৌবন
প্রেমের স্রোত বইছে,
একা নির্বাক একাকী প্রেম
আর সেই বাসের শেষ সিটে
কামিনী–তে মাখা যুবতী পারফিউমের গন্ধ।

(হরিদেবপুর, কল–৮২)

সন্ত্রাস

শিপ্রা চক্রবর্তী

সমাজ–কে বারবার ব্যর্থ করতে ফিরে আসে
অশুভ আত্মা যারা
শুভ আত্মাদের গলা টিপে মেরে
বিত্তে উন্মাদ হয়ে সমাজেই বাস করে তারা
দাম্ভিক বাতুলতা সবই ওদেরকে
চটজলদি করে নেয় গ্রাস
ভুলে যায় ওরা সমাজের পবিত্রতা, ভুলে যায় সংহার
তাই বুঝি ছড়ায় ওরা সংশয়ে সন্ত্রাস ।

(টালা, কলকাতা)

বন্ধুর মত

শেফালী সরকার

কতদিন একসাথে পথ চলেছি বন্ধুর মত
কত তর্ক–বিতর্ক হয়েছে যারা ক্ষমতাসীন
তাদের ক্ষমতার বিচার করে।
আজও পাশাপাশি বন্ধুর মত পথ চলি
অজান্তেই একদিন চিনে নিই বদলে যাওয়া তোমাকে
ক্ষমতা পাওয়ার অহঙ্কারে।
তুমিও তোমার ক্ষমতা দেখাও
আমার মত সাধারণ চাওয়া–পাওয়ার
এক সহজ কথা সহজ–ভাবে বোঝার মানুষকে
তুমি তোমার ইচ্ছা দিয়ে কত অনুষ্ঠানসূচীর ক্রম
ওলটপালট করতে পার –
প্রাধান্য দাও নামী–অনামীর ভাবনাকে ।

(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / ৯৯০৩৮৩৫৬১১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

বাগানে ফুটল ডাফি–জেজে

কড়া শীতে ভরা বসন্ত

অরিঞ্জয় মিত্র

বাগানে ফের ফুটতে শুরু করেছে। এতো আর যে সে ফুল নয়। একেবারে শীতকালীন চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, ডালিয়া কি ফুল ফোটেনি সবুজ মেরুনের বাগানে। এই নানা জাতের ফুলের সৌরভে তাই শুধু কলকাতার ফুটবল নয়, গোটা দেশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। যার খাতায় কলম নমুনা প্রথম ম্যাচে চার্চিল বধের মাধ্যমে প্রমাণ দিয়েছিল বাগান। শিলং লাজংকে ঘরের মাঠে হারিয়ে জয়ের সেই ধারা অব্যাহত রাখে সঞ্জয় সেনের দল। চার্চিল ম্যাচে ড্যারেল ডাফির জোড়া গোল যে নিতান্ত মিথ্যা নয় তা ফের একবার বোঝা গেল। বস্তুত এবারের আই লিগের নতুন দল (যাদের বিরাট সম্ভাবনাময় দল বলে ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা তুলে ধরেছেন) পাঞ্জাবের মিনার্ভাকে রীতিমতো ৪–০ গোলে দুরমুষ করল সবুজ–মেরুন। এবারেও জোড়া গোল সেই ডাফির। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করলেন ভারতীয় সুপার স্টার জেজে। মোহন ব্রিগেডের বাকি দুটি গোল তারই। সনি নর্ডি দলের হয়ে এই মরশুমে প্রথম নামলেও গোল পেলেন না এদিন। তবে তার খামতি মিটিয়ে দিলেন অন্তত দুটি গোলের পিছনে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়ে। সব মিলিয়ে আবারও মোহন পরিবারের সুখের ছোঁয়া। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আমেজ যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। গত ৩ বছরের আই লিগের নিরিখে নজর করলে দেখা যায় এই কয়েক বছর ধরে লড়াইটা হচ্ছে মোহনবাগান বনাম বেঙ্গালুরু এফসি'র। দুবার বেঙ্গালুরু আই লিগ ঘরে তুললেও এর মধ্যে একবার সুনীল ছেত্রীদের সেই জয়ে ছেদ ঘটায় মোহনবাগান। সেবারের আস্বাদন যেন আবার ফিরে পাওয়া যাচ্ছে এবার। এক মোহন সমর্থক বলছিলেন সঞ্জয় সেন নামটাই আলাদা ম্যাজিক তৈরি করে বাগান শিবিরে। যখনই ফুলটাইম কোচিং করান বাগান যেন আলাদা ছন্দ খুঁজে পায়। তার ওপর ডাফি–নর্ডির মতো জোড়া বিদেশি, জেজের মতো স্টার যেন ত্র্যহস্পর্শ এনে দিয়েছে সবুজ–মেরুন অঙ্গনে।

এই কম্বিনেশন–পারমুটেশন এর দৌলতেই টিম বাগান হয়ে উঠেছে সঞ্জয়ের দল। এই টিম কনসেপ্টই বাগানের প্রাণভোমরা। তবে ৩টি ম্যাচ জিতে ৯ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান যতই শীর্ষে থাকুক না কেন, এই ম্যারাথন লিগে কিন্তু অনেক গাঁট পেরতে হবে তাদের। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরুর চ্যালেঞ্জ সামলানোর পাশাপাশি চেন্নাইয়ের মতো আনকোরা দলকেও জরিপ করতে হবে বাগানকে। অন্যরা যে সবুজ–মেরুনকে সহজে ছেড়ে দেবে না তা বলাইবাহুল্য।

মোহনবাগানের এই মিনার্ভা বধে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে দেখা গেল ডাফিকে। বয়সের বাধা কাটিয়ে ডাফি যে সতেজ চনমনে মেজাজে খেলছেন তাতে মিনার্ভা ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তাঁরই হওয়ার কথা ছিল। যদিও সেটা পেয়ে যান জেজে। তাতে কিন্তু মোহন পরিবারে কোনও সমস্যা তৈরি হচ্ছে না। কারণ একটা টিম হিসেবেই যে খেলছে তাঁরা। আই লিগ পাওয়াকেই 'পাখির চোখ' করেছে মোহনবাগান। সেই পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা ঝেড়ে ফেলতে চলছে জোর প্রস্তুতি। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে প্রথম দিকে পরের পর ম্যাচ জিতে যখন চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ল্যাপে পৌঁছে যায় বাগান তখন হঠাৎ করেই টানা ৩–৪ টে ম্যাচের ব্যর্থতা সব আনন্দ মাটি করে দেয়। এভাবেই দু–দুবার আই লিগ হাতছাড়া করেছে মোহন শিবির। অথচ সেদিক থেকে দেখতে গেলে বেঙ্গালুরু এফসি প্রকৃত পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটার তিন বছরের মধ্যে দুবার আই লিগ জিতেছে। শেষ ল্যাপে মোহন ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অসংখ্য গোল মিস, ভুল পাস ও ছন্দহীন ফুটবল তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জায়গাটাই আলাদা চার্জ লেগেছে বেঙ্গালুরুকে। এই পেশাদারি আবহেই বেঙ্গালুরু সাফল্যের মুখ দেখেছে। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনাবাগান নামের সঙ্গে প্রচুর আবেগ জড়িত হলেও পেশাদারিত্বের ব্যাপারে পিছিয়ে থাকাই গত প্রায় এক যুগ ধরে ভুগিয়ে এসেছে দুই প্রধানকে। যে দুটি দল ফেডারেশন কাপ, রোভার্স, ডুরান্ড, ডিসিএম, বরদৌলি কাপ বছরের পর ঘরে তুলত তারাই যেন কেমন 'মন্দা'র কবলে পড়ে গেল। হঠাৎ করেই দেশের ফুটবল মানচিত্রে শোরগোল ফেলতে শুরু করল গোয়ার দলগুলি। এর সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কতগুলি ক্লাব ক্রমে মাথাচাড়া দিতে শুরু করল। সালগাওকর, চার্চিল, ডেম্পোর মতো দল ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগানের কাছে রীতিমতো যম হয়ে উঠল। এভাবেই মূলত দেশের ফুটবলের মূলস্রোতে পিছু হঠা শুরু মোহন–ইস্টের। এরপর প্রায় একযুগ অপেক্ষার পর মোহনবাগান ফের জাতীয় লিগ ঘরে তোলে। গত ৩ বছর ধরে আশা জাগানো ফুটবলও খেলছে বাগান। অবশ্য তার আগে বেশ কয়েকবছর আই লিগ জেতার একদম কাছে গিয়েও তলানিতে ঠেকে ইস্টবেঙ্গলের আশা।

মর্গ্যান সাহেবের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গলও এবার তৈরি মোহনবাগান ও বেঙ্গালুরুকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। অনেক সমালোচক অবশ্য প্রথম দিকে পাঞ্জাবের মিনার্ভা সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বললেও, এখন তারাই 'আন্ডারএস্টিমেট' করা শুরু করেছেন পাঞ্জাবের এই ক্লাব দলটিকে। তাদের বক্তব্য, মিনার্ভার মান জেসিটি বা পাঞ্জাব পুলিশের থেকেও খারাপ। হয়তো মিনার্ভা খারাপ খেলছে বলে নিন্দুকদের সুর পালটাচ্ছে। চেন্নাইয়ের দলটি অবশ্য অতটা দুর্বল নয় বলেই তাদের অভিমত।

এর মধ্যে চেন্নাইয়ের মোকাবিলা করতে মোহনবাগান চলে গিয়েছে তামিলনাড়ুতে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল গোয়া থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল চার্চিলকে ২–০ গোলে হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে। তাও মর্গ্যান সাহেবকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স। সেদিক থেকে অনেকটাই নিশ্চিন্তে মোহনবাগান। তবে মোহন শিবিরকে চাপে রেখে দুর্ধর্ষভাবে তাদের হিরো আই লিগ অভিযান শুরু করেছে বেঙ্গালুরু এফসি। সিকে বিনীতের হ্যাটট্রিকের ওপর নির্ভর করে মুম্বই এফসিকে ৩–০ চূর্ণ করে প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছে বেঙ্গালুরু। মোহনবাগান–বেঙ্গালুরুর মধ্যে যেন চলছে সাপ–লুডোর লড়াই।

সম্ভাবনাময়দের স্পট করতে খেলো ইন্ডিয়া

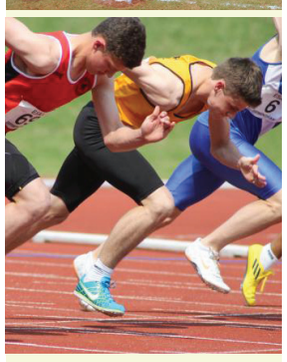

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় পর্যায়ের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতা গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বিজয় গোয়েল নয়াদিল্লির তালকোটরায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুইমিং পুল কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। সাঁতার, সাইক্লিং ও কুস্তি– এই তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিযোগী জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। দর্শকরা বিনা টিকিটে প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন খেলা দেখতে পারবেন। এই উপলক্ষ্যে মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল স্তরের বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার প্রসারের জন্যই শুধু নয়, সেই সঙ্গে দেশে উপযুক্ত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্যও 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে এক উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান করতেও এই কর্মসূচি সাহায্য করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিজয় গোয়েল আরও বলেন, এই প্রতিযোগিতা থেকে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করে, তাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাঁর মন্ত্রক চলতি মাসে মেধাবী খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে একটি জাতীয় স্তরের পোর্টাল চালু করতে চলেছে বলে ক্রীড়ামন্ত্রী জানান।

আগামী মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন শহরে কাবাডি, খোখো, ভারোত্তোলন, বক্সিং, টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ড বল ও হকি–তেও জাতীয় স্তরের খেলো ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। স্বাধীনতার পর থেকে খেলাধূলার খাতে সে ভাবে ব্যয় করেনি কোনও সরকার। এখানেও মোদি সরকারের অগ্রনী ভূমিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা ক্রীড়া জগত।

বর্ষীয়ান সাঁতারু দুলাল কুন্ডু সাঁতারে ঝড় তুলেছেন

মলয় সুর : হুগলির শ্রীরামপুরের দুলাল কুন্ডু সম্প্রতি সেকেন্দ্রবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় মাস্টার সাঁতার প্রতিযোগিতায় ব্রেস্ট স্ট্রোক (৫০ মি), ব্যাক স্ট্রোক (৫০মি) ও ফ্রি–স্টাইলে (৫০ মি) সোনা জিতে এসেছেন। এছাড়া দুটি রিলে রেসে হয়েছেন প্রথম। ৭০ থেকে ৮০ বছর বিভাগে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে বাংলা থেকে দুলাল কুন্ডু সেরা ভেটারেন্স সাঁতারু। তিনি দুর্গাপুরে গভর্নমেন্ট প্রোজেক্ট লিমিটেড থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ৩৪ বছর চাকরি করেন। বর্তমানে দুলালবাবুর ৮০ বছর বয়স। এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান বলতে শুধুই সাঁতার। এক সময় রাজ্য স্তরে নামী সাঁতারু ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে তিন বছর টানা 'ব্লু' (১৯৫৮ থেকে ৬০ সাল পর্যন্ত) পান। তরুণ বয়সে সাঁতারু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আক্ষেপই তাঁকে ভেটারেন্স সাঁতারে টেনে এনেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার পদ্মজা নাইডু 'ব্লু' হওয়ার দরুণ দুলালবাবুকে পুরস্কৃত করেন। ১৯৫৯ সালে এক অজ্ঞাত কারণে দুলালবাবুকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপর ক্ষোভে দুঃখে সাঁতারই ছেড়ে দেন। তারপর চাকরি থেকে অবসরের পর এক বন্ধু মারফত ভেটারেন্স সাঁতারে নামতে পরামর্শ দেন। সেই শুরু, তারপর আর থামার কথা ভাবতে পারেন না। যতদিন শরীর পারমিট করবে ততদিন সাঁতার চালিয়ে যাবেন। সদ্য ডিসেম্বর মাসে তাঁর স্ত্রী শিপ্রা কুন্ডু মারা যান। তাঁকে সাঁতারে অনুপ্রেরণা দেওয়ার সঙ্গী ছিলেন দীর্ঘদিনের সহধর্মীনি। সেই কারণে দুলালবাবুর মন প্রচণ্ড খারাপ অবস্থায় রয়েছে। তাঁর এক ছেলে কৌশিক কুন্ডু বিদেশে উচ্চপদে চাকরি করেন এবং মেয়ে সুপ্রিতা উত্তরপ্রদেশের রেনিকুরে থাকেন। ২০১০ সাল থেকে ভেটারেন্স সাঁতার শুরু করেছেন দুলালবাবু। ২০১৫ পর্যন্ত টানা ছ'বছর তিনি জাতীয় মাস্টার চ্যাম্পিয়ন শিপে ২৪ টি ইভেন্টে ১৪টি সোনা, ৬টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। দশটি রিলে রেসের মধ্যে সাতটিতে সোনা ও তিনটিতে রুপোর পদক জিতেছেন। ৮০ বছর বয়সেও দুলালবাবু প্রায় নীরোগ রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি। দুলালবাবুর বাড়ি শ্রীরামপুর কলেজের পিছনে আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লেনে। বর্তমানে সাঁতারের মরশুমে শ্রীরামপুর মাহেশে এক বন্ধুর সুইমিং পুলে বাচ্চাদের সাঁতার শেখান। সেই সুবাদেই দেড়–দু ঘন্টা তাঁর অনুশীলন হয়ে যায়। প্রতি বছর আগস্ট মাসে শেষ হয়ে যায় সাঁতারের সিজন। তারপরই তিনি ভেটারেন্স সাঁতারের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। চাতরা সুইমিং ক্লাব থেকে তাঁর সাঁতারের পথ চলা শুরু। এই সাঁতারের জন্য জীবনে কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষক ছিল না। দুলালবাবু বলেন, আমাদের গঙ্গার ধারে বাড়ি। তাই গঙ্গায় রোয়িং করতাম। আর গঙ্গায় চুটিয়ে সাঁতার কাটতাম। কলকাতায় আমর্হাস্ট স্ট্রিটে সিটি কলেজে কলা বিভাগে পড়াশোনার ফাঁকে কলেজ স্কোয়ার ও হেদুয়ায় গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতারের প্র্যাকটিস দেখতাম। সেগুলিই পরে গঙ্গায় গিয়ে প্রয়োগ করতাম। ভেটারেন্স সাঁতারে অংশ নিতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত হয়েছে। মাস্টার চ্যাম্পিয়নশিপে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাটের সাঁতারুরা সরকারি সাহায্য পায়। আবার পদক জিতলে আর্থিক পুরস্কার পায়, আর আমি হন্যে হয়ে ঘুরে সরকার থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া দূরের কথা, উৎসাহ দেওয়ার লোক নেই। এতে সাত থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হয় মাস্টার চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে। একবার শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের সুপারিশে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি মাছি তাড়ানোর মতো তাড়িয়ে দেন। বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে এখনও পৌঁছতে পারিনি। তাঁর কাছে দেখা করার জন্য এই বয়সেও চরকির মতো ঘুরছি। সাঁতার নিয়ে এরাজ্যে সরকারের কোনও উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নেই।

পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি উত্তরপাড়ার সরস্বতী সংসদের দুর্গোৎসবের প্রাঙ্গণে সৌরভ হেলথ সেন্টারের উদ্যোগে হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং ও রাজ্যস্তরীয় বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, পুর–প্রধান দিলীপ যাদব, উপ–পুরপ্রধান অদিতি কুন্ডু, স্থানীয় কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী, যোগ প্রশিক্ষক ডাঃ দিব্যসুন্দর দাস, প্রাক্তন ভারত সেরা অশোক সেনগুপ্ত, রাজ্য পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গৌতম ব্যানার্জী, বেঙ্গল পাওয়ার লিফটিং –এর সম্পাদক রতন বসাক, হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সহ–সভাপতি ফণিভূষণ মুখার্জী, 'জি বাংলা' খ্যাত শিশু শিল্পী রক্তিম প্রমূখ। পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮ টি বিভাগে প্রায় ৫৬ জন ছেলে ও প্রায় ৪ জন মেয়ে এবং বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২০ জন ছেলে ও প্রায় ৩০ জন মেয়ে অংশ নেয়।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

যো যো!

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

এই লেখার সাথে দেওয়া ছবিটার ফটো কপি করে নাও। তারপর ছবিটা (আসলে ইংরাজি অক্ষরের ছবি) একটা সাদা কার্ডে আঠা দিয়ে সেঁটে দাও।

ধাঁধাটা দেখাবার সময়ে একজন বন্ধুকে তোমার ডান পাশে বসাও। কার্ডটা দুহাতে তুলে ধর। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর সে কার্ডেতে কি পড়ছে। সে বলবে,

Z O — Z O

'জেড ও ড্যাশ জেড ও'।

বন্ধুকে বল সে আসলে পড়ছে আফ্রিকান ভাষায় 'যো যো' কথাটি; এটি হল একটা খুব দরকারি আনাজের আফ্রিকান নাম। সে কী বলতে পারে আনাজটি কি? বলা বাহুল্য, বন্ধুটি বলবে 'না'। তখন তাকে বল এবার সে আনাজটির নাম ইংরাজিতে পড়বে— এই বলে কার্ডটা তোমার বাঁদিকে (ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে) ৯০০ ডিগ্রি ঘোরাও; তারপর বন্ধুকে বল, 'জোরে জোরে অক্ষরগুলি ওপর থেকে নীচের দিকে 'পড়'। বন্ধু ইংরাজিতে পড়বে 'ও–এন–আই–ও–এন' অর্থাৎ 'ওনিয়ান', মানে পেঁয়াজ। বলা বাহুল্য বন্ধু এই ম্যাজিক ধাঁধাটা দেখে খুব মজা পাবে, নিশ্চয়ই বলবে 'দারুণ!' এই ধাঁধাটির স্রষ্টা হলেন আমার বন্ধু বৃটিশ যুবা জাদুকর ক্রিস ওয়ার্ডেল, যিনি ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি বিরাট নাম করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

জিতেশ প্রসাদ, অষ্টম শ্রেণি, ত্রিজনী আর্টস স্কুল (শিলিগুড়ি)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com